স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

কলিকাতা "কমলকুঞ্জ" ভাগবত-ধর্ম্মসভার আচার্য্য

রায় পণ্ডিত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন বাহাদুর

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ-সমন্বিত।

কলিকাতা
১১ নম্বর পটুয়াটোলা লেন, "কমলকুঞ্জ" হইতে
শ্রীজিতেন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শারদী পূর্ণিমা
১৩৩৮

মূল্য আট আনা।

"নন্দন প্রেস"
৩৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরথচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু—

শ্রীপদে প্রণমি প্রভো! পুরুষ-প্রধান,
দিব্যজ্যোতির্ম্ময় দেব! করুণা-নিধান,
অনাদি অদ্বৈত তুমি ত্রিগুণ-অতীত
নররূপী ভগবান্ ভবে বিরাজিত,
অচিন্ত্য অব্যক্ত তব অপার মহিমা
আগম-নিগমে তার নাহি পাই সীমা,
জানিনা স্বরূপ তব আমি ক্ষুদ্রমতি
এই মাত্র জানি তুমি অগতির গতি,
প্রশান্ত সচ্চিদানন্দ মূরতি তোমার
মানস-মন্দিরে নিত্য হেরি অনিবার,
আঁখি-জলে অভিষেক করি শ্রীচরণ
"স্তুতির কুসুমাঞ্জলি" করিনু অর্পণ,
কৃপা করি লহ নাথ! তুচ্ছ উপহার
পাপী তাপী কাঙ্গালের কিছু নাহি আর।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
গোবিনলাল।

সূচীপত্র।

স্তুতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

প্রাতঃস্মরণাষ্টকম্।

(১)

উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশং স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়ং বিভোঃ।
রূপং প্রাণাভিরামং তৎ প্রাতরন্তঃ স্মরাম্যহম্ ॥

নবোদিত রবিসম স্নিগ্ধ সুমধুর
জ্যোতির্ম্ময় সেই দিব্য মূরতি বিভুর,
স্মরিলে যা' প্রেমানন্দে ভ'রে উঠে প্রাণ
হৃদয়-কমলে প্রাতে করি আমি ধ্যান ॥ ১ ॥

(২)

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুঃ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি রবি শশধর
ভূমিসুত বুধ গুরু শুক্র শনৈশ্চর,
রাহু কেতু আদি যত গ্রহদেব আর
সবে মিলে সুপ্রভাত করুন আমার ॥ ২ ॥

(৩)

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্ ।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

প্রত্যহ প্রভাতে উঠি যে করে স্মরণ
'দুর্গা' 'দুর্গা' দু'অক্ষর দুর্গতিনাশন,
আপদ বিপদ দুঃখ দূরে যায় তার
অরুণ উদয়ে যথা যায় অন্ধকার ॥ ৩ ॥

(৪)

অহল্যাদ্রৌপদীকুন্তীতারামন্দোদরী স্তথা ।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী,
অতি ভাগ্যবতী ভবে এই পঞ্চ নারী :
ইঁহাদের নাম মহাপাতকনাশন
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করিবে স্মরণ ॥ ৪ ॥

(৫)

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥

নিরমল পুণ্যকীর্ত্তি নল নরপতি
পবিত্রচরিত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মমতি,
জনকদুহিতা সীতা আর জনার্দ্দন
প্রভাতে এঁদের নাম করিবে স্মরণ ॥ ৫ ॥

(৬)

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব ।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥

হে নাথ ! চৈতন্যময় প্রভু প্রাণেশ্বর !
লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দন হে জগদীশ্বর !
তোমারি আদেশ শিরে করিয়া ধারণ
প্রাতঃকালে উঠি তব প্রীতির কারণ.
প্রবেশ করিনু আমি সংসারযাত্রায়
ভক্তিভরে মনে মনে স্মরিয়া তোমায় ॥ ৬ ॥

(৭)

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।
ত্বয়া হৃষীকেশ ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

ধর্ম্ম জানি আমি কিন্তু নাহি তাহে মতি
অধর্ম্মও জানি তাহে না হয় বিরতি,
হৃষীকেশ ! তুমি হৃদে থাকি অন্তর্যামি !
যেরূপ করাও করি সেইরূপ আমি ॥ ৭ ॥

(৮)

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি ॥

দেহ-আত্মা-মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-বচনে
স্বভাব-সংস্কারবশে অথবা অজ্ঞানে,
সকল করম আমি যা' করি যখন
পরব্রহ্ম নারায়ণে করি সমর্পণ ॥ ৮ ॥

ইতি প্রাতঃস্মরণাষ্টকং সমাপ্তম্।

মাতৃস্তুতিঃ।

(১)

মাতা ধরিত্রী জননী দয়া ব্রহ্মদয়া সতী।
দেবী ভূ রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা ॥

মাতৃদেবী মর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তি মমতার
ব্রহ্মদয়া সতী সর্ব্বজগত-আধার,
দোষবিবর্জ্জিতা সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী
রমণীর শিরোমণি জীবনদায়িনী ॥ ১ ॥

(২)

আরাধ্যা পরমা মায়া দয়া শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥

পরম-আরাধ্যা মাতা পরমা প্রকৃতি
দয়া মায়া শান্তি ক্ষমা অগতির গতি,
স্বাহা-স্বধাস্বরূপিণী দুর্গতিহারিণী
গৌরী পদ্মাবতী জয়া-বিজয়ারূপিণী ॥ ২ ॥

(৩)

দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥

মাতৃনাম এই পঞ্চবিংশতি প্রকার
ভক্তিভরে উচ্চারিলে নিত্য একবার,
অবহিত চিত্তে কিংবা করিলে শ্রবণ
সকল দুর্গতি-দুঃখ হয় বিমোচন ॥ ৩ ॥

(৪)

দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম্।
মহানন্দং লভেন্নিত্যং নির্ব্বাণঞ্চোপপদ্যতে ॥

দুঃখী হোক সুখী হোক করিলে দর্শন
সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতৃমূর্ত্তি অতুলন,
অতুল আনন্দে পূর্ণ হয় তার প্রাণ
নিত্য দরশনে অন্তে লভে সে নির্ব্বাণ ॥ ৪ ॥




(৫)

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণম্ ।
পরাশরমুখোৎপন্নং শৃণুতে মাতৃবৎসলঃ ॥

পরাশর-মুখজাত মহাগুণাকর
তোমারে কহিনু মাতৃস্তোত্র বিপ্রবর !
মাতৃভক্ত সুসন্তান যে আছে যেখানে
সবাই শুনিবে ইহা ভক্তিপূর্ণ প্রাণে ॥ ৫ ॥

(৬)

যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাব্জং প্রণিপত্য চ ।
প্রায়শ্চিত্তী পাপযুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ ॥

প্রণমি সাক্ষাৎ মাতৃ-চরণকমলে
ভক্তিভরে এই স্তোত্র প্রত্যহ পড়িলে,
পাতকীর সর্ব্বপাপ-প্রায়শ্চিত্ত হয়
দুঃখী হয় চিরসুখী জানিবে নিশ্চয় ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্তা মাতৃস্তুতিঃ সমাপ্তা ।

প্রণাম ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

প্রণমি প্রণমি তাঁরে নমি অগণিত
সর্ব্বভূতে যিনি মাতৃদেবীরূপে স্থিত ।




পিতৃস্তুতিঃ ।

(১)

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে ॥

নমি সর্ব্বদেবময় পিতার চরণে
যাঁহার প্রসাদে জন্ম লভেছি ভুবনে,
সুখদ সুপ্রীত যিনি সন্তুষ্ট সতত
সেই মহাত্মার পদে হইনু প্রণত ॥ ১ ॥

(২)

সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে ।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ ॥

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর পরব্রহ্মের সমান
স্বর্গসম যিনি সর্ব্বসুখের নিধান,
সর্ব্বতীর্থতুল্য ফল যাঁর দরশনে
নমি সে করুণাসিন্ধু পিতার চরণে ॥ ২ ॥

(৩)

নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ ।
সদাপরাধক্ষমিণে শুভদায় সুখায় চ ॥

সদানন্দ আশুতোষ শিবের মতন
শত অপরাধ সদা ক্ষমেন যে জন,
শুভদাতা সেই পিতৃদেবের চরণে
সতত প্রণাম করি প্রীতিপূর্ণ মনে ॥ ৩ ॥

(৪)

দুর্ল্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥

যাঁহা হ'তে ধর্ম্মকর্ম্মসাধন-সহায়
দুর্ল্লভ এ নরদেহ লভেছি ধরায়,
নমি সে পরমগুরু পিতার চরণে
প্রণাম করিনু পুনঃ ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৪ ॥

(৫)

তীর্থস্নানং তপো হোমজপাদি যস্য দর্শনম্ ।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥

তীর্থস্নান জপ তপ যাগ যজ্ঞ আর
সর্ব্বপুণ্যফলপ্রাপ্তি দরশনে যাঁর,
পরমগুরুর পূজ্য গুরু যেই জন
সেই পিতৃদেবপদে নমি অগণন ॥ ৫ ॥

(৬)

যস্য প্রণামস্তবনং কোটিশঃ পিতৃতর্পণম্ ।
অশ্বমেধশতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ ॥

যাঁহারে ভকতিভরে প্রণাম করিলে
কোটি পিতৃতর্পণের তুল্যফল মিলে,
শত অশ্বমেধ ফল যাঁহার বন্দনে
পুনঃ পুনঃ নমি সেই পিতার চরণে ॥ ৬ ॥

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্তা পিতৃস্তুতিঃ সমাপ্তা ।

প্রণাম।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম তপ আরাধন।
পিতা তুষ্ট হ'লে প্রীত হন দেবগণ॥

গুরুপ্রণতিঃ।

(১)

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু পরম ঈশ্বর
পূজ্য পরাৎপর গুরু দেব মহেশ্বর,
গুরুই পরমব্রহ্ম-পূর্ণ-অবতার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥ ১॥

(২)

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অখণ্ড অনন্ত এই বিশ্ব চরাচর
ব্যাপিয়া আছেন যিনি নিত্য নিরন্তর,
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার॥ ২॥

(৩)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নরের নয়ন,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় খুলেন যে জন,
দিব্যচক্ষু ফুটে উঠে প্রসাদে যাঁহার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৩ ॥

(৪)

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

স্থাবর জঙ্গম এই নিখিল ভুবন,
সমস্ত ব্যাপিয়া সদা আছেন যে জন,
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৪ ॥

(৫)

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পরম ঈশ্বর
ব্যাপিয়া আছেন যিনি বিশ্ব চরাচর
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৫ ॥

(৬)

সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিত-পদাম্বুজঃ ।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোরত্ন সার
সতত শ্রীপাদপদ্মে শোভিছে যাঁহার,
বেদান্ত-সরোজ ফুটে দরশনে যাঁর,
সেই জ্ঞানরবি গুরুপদে নমস্কার ॥ ৬ ॥

(৭)

চৈতন্যঃ শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ ।
বিন্দুনাদকলাতীত স্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

চৈতন্যস্বরূপ শান্ত সত্য সনাতন,
ব্যোমতত্ত্বাতীত যিনি নিত্য নিরঞ্জন,
নাদবিন্দুকলাতীত স্বরূপ যাঁহার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৭ ॥

(৮)

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ় স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

সমাসীন যিনি জ্ঞান-শক্তির আসনে
বিভূষিত যিনি তত্ত্বমালা-বিভূষণে,
ভুক্তিমুক্তি লভে নর কৃপায় যাঁহার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৮ ॥

(৯)

অনেকজন্মসম্প্রাপ্তকর্ম্মবন্ধবিদাহিনে ।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

জন্মজন্মান্তর-কৃত কর্ম্মের বন্ধন
আত্মজ্ঞান দানে যিনি করেন দহন,
পরিত্রাণ পায় নর করুণায় যাঁর
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ৯ ॥

(১০)

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বিন্দুমাত্র পাদোদক পরশিলে যাঁর
নিমেষে শুকায় ভব-জলধি অপার,
প্রকাশিত হয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান সার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ১০ ॥

(১১)

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব তুচ্ছ হয় তুলনায় যাঁর
যিনি সর্ব্ব জপ-তপ-সাধনার সার,
যাঁর তত্ত্ব হতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাহি আর
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ১১ ॥

(১২)

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আমার হৃদয়নাথ জগতের গুরু
মম গুরু বিশ্বনাথ বাঞ্ছাকল্পতরু,
মোর অন্তরাত্মা যিনি আত্মা সবাকার
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ১২ ॥

(১৩)

গুরুরাদি রনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্ ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরু সকলের আদি অনাদি ঈশ্বর
পরম দেবতা গুরু পূজ্য পরাৎপর,
যাঁহা হ'তে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাহি আর
সেই গুরুদেব-পদে করি নমস্কার ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীগুরুগীতান্তর্গতে গুরুমাহাত্ম্যে গুরুপ্রণতিঃ সমাপ্তা ।

গঙ্গাস্তোত্রম্ ।

(১)

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥
ভগবতি সুরেশ্বরি দেবি সুরধুনি !
তরলতরঙ্গবতি ত্রিলোকতারিণি !
শশাঙ্কশেখরশিরোবাসিনি বিমলে
থাকে যেন মতি তব চরণ-কমলে ॥ ১ ॥

(২)

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং ॥
ওমা ভাগীরথি সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি !
নিগমে লিখিত আছে তুমি নিস্তারিণী,
জানিনা মহিমা তব আমি মা ! অজ্ঞান
কৃপাময়ি কৃপা করি কর পরিত্রাণ ॥ ২ ॥

(৩)

হরিপদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারং ॥

হরিপাদপদ্মে গঙ্গে তুমি তরঙ্গিণী
হিমশশিমুক্তাসম শুভ্রস্রোতস্বিনী,
মাগো দূর কর মম দুরিতের ভার
কৃপা করি কর ভব-জলনিধি পার ॥ ৩ ॥

(৪)

তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতং।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥
তোমার নির্ম্মল জল যে করেছে পান
নিশ্চয় সে জন ভবে লভেছে নির্ব্বাণ,
হে মা গঙ্গে ! যেবা ভক্তি করে গো তোমারে
শমন তাহার পানে চাহিতে না পারে ॥ ৪ ॥

(৫)

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে
গতিপ্রদায়িনি ত্রিভুবনধন্যে ॥
জগতে জাহ্নবি তুমি পতিতপাবনী
বিদারি তুহিনগিরি তুমি প্রবাহিণী,

তাপসতনয়া তুমি ভীষ্মের প্রসূতি
ত্রিভুবনে ধন্যা তুমি অগতির গতি ॥ ৫ ॥

(৬)

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে ।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে
সুরবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুসম তুমি এ ধরায়
যে তোমারে প্রণমে সে শোক নাহি পায়,
গঙ্গে গো মা ! তুমি ভবজলধিতারিণী
অপাঙ্গে ইঙ্গিত করে অমররমণী ॥ ৬ ॥

(৭)

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥
তব জলে ভাগ্যবলে স্নান যেবা করে
আর না জনম লয় জননীজঠরে,
নরকবারিণি গঙ্গে ! কলুষনাশিনি !
জাহ্নবি ! মহিমা তব কিছুই না জানি ॥ ৭ ॥

(৮)

পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে
সুখদে শুভদে সেবকশরণে॥
নিরাকারস্বরূপিণি পুণ্যপ্রবাহিণি!
জয় জয় কৃপাময়ি জহ্নুর নন্দিনি!
বাসবমুকুটমণিশোভিতচরণে!
সুখদে শুভদে মাগো ভকতশরণে! ॥ ৮ ॥

(৯)

রোগং শোকং পাপং তাপং
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে॥
হর মম রোগ শোক পাপ-পরিতাপ
ঘুচাও মা ভগবতি! কুমতি-কলাপ,
ত্রিভুবনসার তুমি বসুধার হার
একমাত্র গতি তুমি সংসারে আমার॥ ৯।

(১০)

অলকানন্দে পরমানন্দে
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।

তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥

আনন্দরূপিণি মাগো কৈবল্যদায়িনি '
কাতর কিঙ্করে বন্দে তোমারে জননি '
তব তীরে যেই জন করে অবস্থিতি
নিশ্চয় তাহার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি ॥ ১০ ॥

(১১)

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।
অথবা গব্যূতি শপচো দীন-
স্তব নহি দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥

মীন কূর্ম্ম হই ভাল মা তোমার নীরে
কিংবা ক্ষীণ কৃকলাস হই তব তীরে,
দুই ক্রোশান্তরে হই অথবা চণ্ডাল
তোমা হ'তে দূরে যেন না হই ভূপাল ॥ ১১ ॥

(১২)

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে
দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে ।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥

ভুবন-ঈশ্বরি মাগো ধন্য পুণ্যময়ি !
মুণীন্দ্রদুহিতে দেবি দ্রবময়ি অয়ি !
যে পড়ে এ গঙ্গাস্তব নিত্য পুণ্যময়
সর্ব্বত্র বিজয়ী হয় সে জন নিশ্চয়,
পবিত্র এই গঙ্গা স্তোত্র প্রত্যহ পড়িলে
সত্যলোক প্রাপ্ত হয় নর অবহেলে ॥ ১২ ॥

(১৩)

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি-
স্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।
সুমধুরকান্তাপজ্ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং
বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারম্ ।
শঙ্করসেবক-শঙ্কররচিতং
পঠতি বিষয়ী স্তবমিতি চ সমাপ্তম্ ॥

গঙ্গাভক্তি সদা আছে যা'দের হৃদয়ে
সুখে মুক্তি লভে তারা অন্তিম সময়ে,
সুন্দর মধুর স্নিগ্ধ ছন্দে বিরচিত
পরম আনন্দপ্রদ অতি সুললিত,
এই সুপবিত্র স্তোত্র সংসারের সার
পবঞ্ছা পূর্ণহয় তার,

শঙ্করসেবক মুনি শঙ্কর রচিল
বিষয়ীর তরে, স্তব সমাপ্ত হইল ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

প্রণাম ।

সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী ।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

নিমেষে দুরিতরাশি বিনাশেন যিনি
সদ্যঃ সর্ব্বদুঃখতাপদুরিতহারিণী,
ভবে সুখদাত্রী অন্তে মুক্তিপ্রদায়িনী
জাহ্নবী পরমা গতি নির্ব্বাণরূপিণী ॥

গঙ্গাষ্টকম্ ।

(১)

মাতঃ ! শৈলসুতাসপত্নি ! বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি !
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিষু প্রেঙ্খতঃ
ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে কদা শরীরব্যয়ঃ ॥

শৈলসুতা-সপত্নি ! গঙ্গে মা আমার !
বসুন্ধরা-হৃদে শুভ্র বিভ্রমের হার !
বিজয়-পতাকা তুমি স্বর্গ-আরোহণে
ভাগীরথি ! এই ভিক্ষা তোমার চরণে,

তব তটভূমে যেন পাই বাসস্থান,
তোমার বিমল বারি করি যেন পান,
তোমার তরঙ্গে সুখে দিয়া সন্তরণ
করি যেন তব নাম সতত স্মরণ,
অন্তিমে তোমায় মাগো! দেখিতে দেখিতে
পারি যেন এই জড় শরীর ত্যজিতে॥ ১॥

(২)

ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তর্গতো গঙ্গে! বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্দূরঘটাসংঘট্টঘণ্টারণৎ—
কারত্রস্তসমস্তবৈরবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ॥

গঙ্গে! তব তীরে তরু-কোটর ভিতর
বিহঙ্গ হইয়া থাকি সেও শুভতর,
তব তীরে হে জননি! নরকবারিণি!
মীন কূর্ম্ম হই যদি সেও শ্রেয়ঃ মানি,
তবু যার মদমত্ত মাতঙ্গের গলে
দোলায়িত কিঙ্কিনীর রুণু রুণু রোলে
ত্রস্ত হ'য়ে স্তুতি করে অরাতি-ললনা,
তব দূরে হেন নৃপ হইতে চাহি না॥ ২॥

(৩)

কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচীভিরান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতম্।

দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ! ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥

কবে মা ! তোমার জলে ত্যজি এই প্রাণ
দেবযানে স্বর্গপানে করিব প্রয়াণ ?
অমর-অঙ্গনাগণ আসিয়া যখন
সুচারু চামর করে করিবে বীজন,
ত্রিপথগামিনি ! গঙ্গে ! তরঙ্গে তোমার
কবে মা ! হেরিব হর্ষে তনু আপনার ?
হেলিতে দুলিতে স্রোতে পবন-হিল্লোলে
ভাসিতে ভাসিতে গিয়া লাগিতেছে কূলে,
কভু বা কুকুর আসি করিছে ভক্ষণ
শৃগালে বা কভু টেনে করে পলায়ন,
উপর হইতে কাক পক্ষী অগণন
অবসর বুঝে আসি করিছে দংশন,
ওমা গঙ্গে ভাগীরথি ! পরমা ঈশ্বরি !
কবে গো সে দিন মোরে দিবে কৃপা করি ? ৩ ॥

(৪)

অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো—
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা ।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃ
ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী মাং পুনাতু ॥

হরিপাদপদ্মে তব শোভা অনুপম
নব-অঙ্কুরিত শুভ্র মৃণালের সম,
মালতীকুসুমমালা সদৃশ সুন্দর
শম্ভুশিরে ধর শোভা কিবা মনোহর,
মোক্ষরাজলক্ষ্মীদ্বারে তুমি মা জননি !
অপূর্ব্ব অব্যক্ত জয়পতাকারূপিণী,
জয় মা জাহ্নবি ! কলিকলুষনাশিনি !
পবিত্র করগো মোরে পুণ্যপ্রবাহিণি ! ॥ ৪ ॥

(৫)

যত্তভালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্ ।
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥

তমাল-সরল-শাল-তালতরুতলে
আবৃত চঞ্চল শাখা-লতাগুল্মদলে.
রবিকর-বিরহিত সদা সুশীতল
শঙ্খ-ইন্দু-কুন্দসম শুভ্র সমুজ্জ্বল,
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-সিদ্ধ-সুরবনিতার
তুঙ্গস্তন-আস্ফালিত যাহা অনিবার,
সেই নিত্য নিরমল ভাগীরথিনীরে
পাই যেন প্রতিদিন স্নান করিবারে ॥ ৫ ॥

(৬)

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতং ।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥

মুরারি-চরণচ্যুত অতি মনোহর
ত্রিপুরারি-শিরে যাহা ভ্রমে নিরন্তর,
পরশে নিমেষে সর্ব্বপাপতাপহারি
পবিত্র করুন মোরে সেই গঙ্গাবারি ॥ ৬ ॥

(৭)

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি ।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাত্বনুদিনং শুভকারি বারি ॥

শ্রীহরিচরণরজে সদা বিহরিছে
বেগে গিরিরাজ-গুহা বিদীর্ণ করিছে,
তরঙ্গে ঝঙ্কার-ধ্বনি করিতে করিতে
ধায় যাহা সিন্ধুসনে সুদূরে মিশিতে,
দুরিতনাশন শুভকারি পাপহারি
পবিত্র করুন নিত্য সেই গঙ্গাবারি ॥ ৭ ॥

(৮)

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥




কৃকলাস, কাক, কৃশ কুক্কুর-তনয়
হ'য়ে যদি তব তীরে পাই মা! আশ্রয়,
সেও ভাল তবু তব দূরে নাহি যাই
কোটি গজরাজসহ রাজ্য যদি পাই ॥ ৮ ॥

(৯)

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥

সর্ব্ব-সুমঙ্গল কর বাল্মীকি-রচিত
সুপবিত্র গঙ্গাষ্টক স্তোত্র সুললিত,
প্রভাতে যে পাঠ করে প্রযত অন্তরে
পড়ে না সে কভু পুনঃ সংসার-সাগরে,
কলির কলুষরাশি করি প্রক্ষালন
অচিরে নির্ব্বাণ-মুক্তি লভে সেই জন ॥ ৯ ॥

ইতি বাল্মীকিবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্।

নবগ্রহস্তোত্রম্।

(১)

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥




জবাকুসুমের সম যাহার বরণ
দিব্যজ্যোতির্ম্ময় যিনি কশ্যপনন্দন,
তিমিরনাশন সর্ব্বপাপতাপহারী
সেই দেব দিবাকরে প্রণিপাত করি ॥ ১ ॥

(২)

দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবং ।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ॥

দিব্যশঙ্খ তুষারের সদৃশ সুন্দর
অমল উজল রূপ অতি মনোহর,
শম্ভু শিরোমণি শশী ক্ষীরসিন্ধুজাত
পদে তাঁর ভক্তিভরে করি প্রণিপাত ॥ ২ ॥

(৩)

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং ।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ মঙ্গলং প্রণমাম্যহম্ ॥

বসুন্ধরা-গর্ভ হ'তে যাঁহার জনম
প্রভা যাঁর পুঞ্জীকৃত সৌদামিনীসম,
সুকুমার শক্তিধারী মঙ্গলচরণে
প্রণিপাত করি আমি ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৩ ॥

(৪)

প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং ।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্ ॥

প্রিয়ঙ্গুকলিকা সম শ্যামল-বরণ
রূপে যিনি অনুপম সৌম্যদরশন,
শশধরসুত সর্ব্বগুণের আধার
সেই বুধদেব পদে করি নমস্কার ॥ ৪ ॥

(৫)

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং ।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥

দেব-ঋষি সকলের গুরু যেই জন
দিব্যকান্তি যাঁর তপ্ত-কাঞ্চন বরণ,
ত্রিলোক-ঈশ্বর যিনি পূজ্য সবাকার
সেই বৃহস্পতি-পদে করি নমস্কার ॥ ৫ ॥

(৬)

হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং ।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥

হিমকুন্দমৃণালাভ ধবলবরণ
দানবগণের ইষ্ট গুরু যেই জন,
বিচক্ষণ যিনি সর্ব্বশাস্ত্র প্রবচনে
প্রণাম করিনু সেই ভার্গবচরণে ॥ ৬ ॥

(৭)

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসুতং মহাগ্রহং ।
ছায়ায়াঃ গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥

নীলাঞ্জনপুঞ্জ সম বরণ যাঁহার
ছায়া-গর্ভজাত যিনি তপনকুমার,
মহাগ্রহ যিনি সর্ব্বগ্রহের ভিতরে
সেই শনৈশ্চর-পদে বন্দি ভক্তিভরে ॥ ৭ ॥

(৮)

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং ।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥

ভীষণ-মূরতি যিনি অর্দ্ধদেহধারী
তপন-তুহিনকর-বিমর্দ্দনকারী,
সিংহিকার সুত সেই রাহু ভয়ঙ্করে
প্রণাম করিনু আমি ভক্তিপূর্ণান্তরে ॥ ৮ ॥

(৯)

পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকং ।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥

পলালধূমের ন্যায় তিমিরবরণ
ভয়ঙ্কর যিনি তারাগ্রহ-বিমর্দ্দন,
রুদ্রমূর্ত্তি অতি রুদ্র স্বভাব যাঁহার
সেই ক্রূর কেতুপদে করি নমস্কার ॥ ৯ ॥

(১০)

ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং
যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।

দিবা বা যদি বা রাত্রৌ
শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

এই সুপবিত্র স্তোত্র ব্যাসের রচন
সযতনে শুদ্ধমনে পড়ে যেইজন,
দিবা কিম্বা রাত্রিকালে যে কোন সময়,
সর্ব্ব বিঘ্নশান্তি তার হইবে নিশ্চয় ॥ ১০ ॥
ইতি ব্যাসবিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শিবকল্পতরুস্তোত্রম।

(১)

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগরাভরণম।
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

যিনি প্রভু পরমেশ অনীশ ঈশ্বর
নির্গুণ অথচ সর্ব্বগুণের আকর,
ফণীন্দ্র-গরল যাঁর কণ্ঠের ভূষণ
রণে দুষ্ট দৈত্যগণে নাশেন যেজন,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ১ ॥

(২)

গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং
তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম্ ।
বিধিবিষ্ণুশিরঃস্তুতপাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

গিরিরাজসুতা শোভে বাম পার্শ্বে যাঁর
তনু যাঁর নিন্দে কান্তি কোটি চন্দ্রমার,
বিধি বিষ্ণু শিরে ধরি করিয়া যতন,
সতত পূজেন যাঁর যুগল চরণ,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ২ ॥

(৩)

শশলাঞ্ছিতরঞ্জিতসন্মুকুটং
কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটম্ ।
সুরশৈবলিনীধৃতজূটপুটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

সুন্দর মুকুট যাঁর শশাঙ্করঞ্জিত
মনোহর কৃত্তিপট কটিতে লম্বিত,
যাঁহার নিবিড় জটাজুটের ভিতর
সুরসিন্ধু মন্দাকিনী ভ্রমে নিরন্তর,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৩ ॥

(৪)

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং
মুখপদ্মবিরাজিতকোটিবিধুম্ ।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম ॥

সুচারু বদন যাঁর ত্রিনেত্র-ভূষিত
শ্রীমুখ-সরোজ কোটিশশি-সুশোভিত,
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত ললাট যাঁহার
উজল অমল রূপ ধরে চমৎকার,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৪ ॥

(৫)

বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং
গরলাশনমাজিবিষাণধরম্ ।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

জগতের আদিগুরু বৃষভ-বাহন
কালকূট বিষ যিনি করেন ভক্ষণ,
রণক্ষেত্রে গজাসুরে করিয়া নিধন
দন্ত তার করে যিনি করেন ধারণ,
ভূত-প্রেত-পিশাচের যিনি অধিপতি
ভকতবৎসল বিভু অগতির গতি,

বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৫ ॥

(৬)

মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গহরং
করিচর্ম্মবসান-বিবোধকরম্ ।
বরদাভয়শূলবিশালধরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম

প্রমত্ত মাতঙ্গ সম দুরন্ত মদনে
মথন করেন যিনি আঁখি-উন্মীলনে,
করিচর্ম্ম পরিধান-বসন যাঁহার
ভক্তে দিব্য জ্ঞানদানে করেন উদ্ধার,
বরাভয় দেন যিনি ভকতে কাতরে
বিশাল ত্রিশূল সদা শোভে যাঁর করে,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ-বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৬ ॥

(৭)

জগদুদ্ভবপালননাশকরং
করুণৈব পুনস্ত্রয়রূপধরম্ ।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহার-কারণ
কৃপা করি তিন মূর্ত্তি ধরেন যে জন,

প্রেমময় যিনি সর্ব্বমানবের প্রতি
ভকত জনের যিনি একমাত্র গতি,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৭ ।

(৮)

ন দত্তং পুষ্পং পাপচিত্তেন ময়া
পুনর্জ্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো !
ভজতোঽখিলদুঃখসমৃদ্ধিহরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥

মহাপাপী আমি পাপে ডুবিয়া রয়েছি
তব পদে পুষ্পাঞ্জলি কভু না দিয়েছি,
পাতকনাশন শম্ভো ! করুণানিধান !
পুনর্জ্জন্ম-দুঃখ হ'তে কর পরিত্রাণ।
ভকত জনের দুঃখ বিপদ সকল
বিনাশ করেন যিনি ভকতবৎসল,
বাঞ্ছাকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে
প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ ৮ ॥

ইতি শিবকল্পতরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

প্রণাম ।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

নমি শিব পরমেশ ! শান্ত-দরশন
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কারণ,
সঁপিনু পরাণ মন তোমার চরণে
তুমি মোর একমাত্র গতি ত্রিভুবনে ॥

শিবাষ্টকম্ ।

(১)

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম্ ।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

যিনি প্রভু প্রাণনাথ, নাথ বিভু বিশ্বনাথ,
সদানন্দ ভূতনাথ জগত-ঈশ্বর ।
ভূত ভব্য বর্ত্তমান, যিনি ত্রিলোক-নিদান,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ১ ॥

(২)

গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকালকালং গণেশাধিপালম্ ।
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

গলেতে কবন্ধ-মাল, সর্ব্বাঙ্গে ভুজঙ্গ-জাল,
যিনি মহাকাল-কাল গণেশাধীশ্বর ।
গঙ্গার তরঙ্গে যাঁর, শোভে জটাজূট-ভার,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ২ ॥

(৩)

মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং
মহামণ্ডলং ভস্মভূষাধরন্তম্ ।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং
শিবং শঙ্করং শমম্ভুীশানমীড়ে ॥

বিমল আনন্দকর, সুশোভন শোভাকর,
বিভূতি-ভূষণধর বিভু বিশ্বেশ্বর ।
আদি অন্ত নাহি যাঁর, যিনি মহামোহমার,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৩ ॥

(৪)

তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং
মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্ ।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

গিরিতটমূলে বাস, মুখে অট্ট অট্ট হাস,
যিনি সদা সুপ্রকাশ মহাপাপহর ।
গিরিশ গণাধিদেব, সুরপতি মহাদেব,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৪ ॥

(৫)

গিরীন্দ্রাত্মজাসংগৃহীতার্দ্ধদেহং
গিরৌ সংস্থিতং সর্ব্বদা সন্নগেহম্ ।
পরব্রহ্মব্রহ্মাদিভির্বন্দ্যমানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

ধরণীধর-নন্দিনী, যাঁর প্রিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী,
সদা বাসহীন যিনি তাপস-প্রবর ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ, বন্দে যাঁর শ্রীচরণ,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৫ ॥

(৬)

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাম্ভোজনম্রায় কামং দদানম্।
বলীবর্দযানং সুরাণাং প্রধানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥

কপাল-ত্রিশূলপাণি, ভকতবৎসল যিনি,
পাদপদ্মে নত জনে দেন ইষ্ট বর।
বৃষভ বাহন যাঁর শ্রেষ্ঠ যিনি দেবতার,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর॥ ৬॥

(৭)

শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং
ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্।
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রাতিচিত্রং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥

শারদীয় শশধর, তুল্য তনু মনোহর,
ধনপতি-সহচর সর্ব্বগুণাকর,
ত্রিনেত্র অপর্ণাপতি চরিত্রে বিচিত্র অতি,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর॥ ৭॥

(৮)

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারম্ ।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥

গলে যাঁর ফণিহার, চিতাভূমিতে বিহার
যিনি ভব বেদসার নির্ব্বিকার হর,
সতত শ্মশানচারী, মদন-দহনকারী,
পূজি সেই শিব শম্ভু ঈশান শঙ্কর ॥ ৮ ॥

(৯)

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ
পঠেৎ সর্ব্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ ।
স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং
সমগ্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রযাতি ॥

যে জন ভকতি ভরে, হৃদে সদা শিবে স্মরে,
প্রাতঃকালে পাঠ করে তাঁহার বন্দন,
ধন ধান্য দারা সুত, মিত্র-পরিজনযুত
অন্তিমে কৈবল্যধামে করে সে গমন ॥ ৯ ॥

ইতি শিবাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্।

(১)

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং
দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং
চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং
পার্ব্বতীশং ভজামি ॥

প্রশান্ত-মূরতি প্রভু পঙ্কজ-আসন,
শশাঙ্ক-শেখর পঞ্চবক্ত্র ত্রিনয়ন,
ত্রিশূল অশনি অসি পরশু দক্ষিণে
ইঙ্গিতে অভয় বর দেন ভক্তজনে,
ভুজঙ্গম পাশ ঘণ্টা অঙ্কুশ ডমরু
শোভে যাঁর বামে যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু,
শুভ্র দেহ দীপ্ত যাঁর বিবিধ ভূষণে
নমি সেই শৈলসুতা-পতির চরণে ॥ ১ ॥

(২)

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥

নমি দেব উমাপতি জগৎকারণ
সুরগুরু মৃগধর ভুজঙ্গভূষণ,
নমি পশুপতি-পদপঙ্কজযুগলে
রবি শশী বহ্নি যাঁর ত্রিনয়নে জ্বলে,
প্রণমি মুকুন্দপ্রিয় ভকত-শরণ
বরদ শঙ্কর শিব দাও শ্রীচরণ॥ ২॥

(৩)

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং
মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ক্বথয়তি নিতরাং
জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্ যদ্বা তত্র দুঃখং বিষয়তি বিষমং
শক্যতে কেন বক্তুম্
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

যতদিন ছিনু আমি জননী-জঠরে
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে পাপভোগ তরে,
মলমূত্র মধ্যে দুঃখ সহিয়াছি কত
দহেছে জঠারানল মোরে অবিরত,
বিষের সমান তীব্র বিষম যাতনা
গর্ভবাসে কত দুঃখ বলিতে পারি না,
প্রথমে এহেন কষ্টে ছিনু অচেতন
স্মরি নাই একদিন' তোমার চরণ,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৩ ॥

(৪)

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ
স্তনপানে পিপাসা
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা
জন্তবো মাং তুদন্তি ।
নানারোগোত্থদুঃখাদুদরপরবশঃ
শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

শৈশবে ছিলাম ডুবে দুঃখের সাগরে
মলমাখা দেহ, তৃষা স্তনপান তরে,
ইন্দ্রিয় থাকিতে ছিনু জড়ের মতন
পিপীলিকা মশকাদি করিত দংশন,
বিবিধ ব্যাধির জ্বালা ক্ষুধায় কাতর
স্মরি নাই তব পদ কভু হে শঙ্কর !
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো ! ॥ ৪ ॥

(৫)

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ
পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতী-
স্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ ।
শৈবীচিন্তাবিহীনঃ মম হৃদয়মহো !
মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

যৌবনে যখন দেহ সবল হইল
বিষয়-ভুজঙ্গ পঞ্চ মরমে দংশিল,
স্ত্রীপুত্র-সম্পদসুখে হইয়া মগন
হারালাম নিজদোষে বিবেক রতন,

অভিমানে অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া
শিবরূপ হৃদে কভু না ভাবি ভুলিয়া,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো!
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো! ॥ ৫ ॥

(৬)

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতে-
রাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈরোগৈর্বিয়োগৈর্বিসদৃশবপুষঃ
প্রৌঢ়িহীনস্য দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো
ধূর্জ্জটের্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

জরায় ইন্দ্রিয় সব হ'ল জর জর
সতত ত্রিবিধ তাপে জ্বলিছে অন্তর,
রোগে শোকে পাপে ক্রমে তনু হল ক্ষীণ
হইয়াছি হতজ্ঞান আমি দীন হীন,
মোহের ছলনে ভুলে পাগলের মত
তোমায়ে ভুলিয়া নাথ! ভ্রমি অবিরত,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো!
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো! ॥ ৬ ॥

(৭)

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং
প্রত্যবায়াকুলাখ্যং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে
ব্রহ্মমার্গে চ সারে ।
নষ্টো ধর্ম্মো বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ
কো নিদিধ্যাসিতব্যঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

সুকঠিন স্মার্ত্তকর্ম্ম না পারি করিতে
পদে পদে প্রত্যবায় রহেছে তাহাতে,
না করি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান
বেদসার ব্রহ্মমার্গে নাহি আছে জ্ঞান,
শ্রবণ-মনন-ধর্ম্ম-বিবেক-বিহীন
না জানি ধারণা ধ্যান আমি অতি দীন,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৭ ॥

(৮)

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ
নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং

পূজার্থং বা কদাচিদ্ বহুতরুগহনাৎ
খণ্ডবিল্বৈকপত্রম্।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা
গন্ধপুষ্পে ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

আনি নাই এক দিন' প্রাতঃস্নান ক'রে
জাহ্নবী-সলিল তব অভিষেক তরে,
একটিও বিল্বপত্র কানন হইতে
তুলিয়া আনিনি কভু তোমারে পূজিতে,
বিকচ সরোজমালা কুসুম চন্দন
আনি নাই কখনও তোমার কারণ,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো!
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৮॥

(৯)

দুগ্ধৈর্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্ঘটশতসহিতৈঃ
স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ
পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।

ধূপৈর্কর্পূরদীপৈ র্বিবিধরসযুতৈ-
নৈর্ব ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

ঘৃত-মধু-দুগ্ধ পূর্ণ কলসী শতেক
ঢালিয়া করিনি শিব-লিঙ্গ অভিষেক,
করি নাই চন্দনাদি সুরভি লেপন
কনক-কুসুমে নাথ ! পূজিনি চরণ,
কর্পূর-প্রদীপ ধূপ নৈবেদ্য প্রদানে
পূজি নাই সুমধুর ভোজ্যপেয় দানে,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৯ ॥

(১০)

নগ্নো নিঃসঙ্গঃ শুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো
ধ্বস্তমোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্বিদিতভবগুণো
নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ ।
উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং
শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

স্ত্রী পুত্র সংসারধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন
একাকী পলাতে নারি হ'য়ে বিবসন,
হইতে পারিনি নাথ! ত্রিগুণবর্জ্জিত
মোহের আঁধারে আমি রয়েছি পতিত,
নাসাগ্রে নিহিত-দৃষ্টি একাগ্র অন্তরে
করিনি তোমারে ধ্যান নিমেষের তরে,
ভকতিবিহীন ভবে ভাবনা সদাই
হৃদয়ে তোমার দেখা কভু নাহি পাই,
সতত বিষয়-সুখে উন্মত্ত হইয়া
কলুষনাশন শিবে রয়েছি ভুলিয়া;
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো!
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো! ॥ ১০ ॥

(১১)

ধ্যানং চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং
নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যং হুতবহবদনে
নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো জপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতপরিচরণৈঃ
রুদ্রজপ্যৈ র্ন বেদৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

শিবনাম ধ্যান কভু করি নাই মনে
বিপুল বিভব নাহি দিয়াছি ব্রাহ্মণে,
লক্ষ বীজ মন্ত্র তব করি উচ্চারণ
করি নাই হুতাশনে আহুতি অর্পণ,
বসিয়া গঙ্গার তীরে হইয়া সংযত
জপি নাই রুদ্রমন্ত্র বেদবিধিমত,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো !
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১১ ॥

(১২)

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎ
কুম্ভকে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতগহনে
জ্যোতীরূপে পরাখ্যে ।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকলমভিমতং
নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

নিরোধি প্রণববায়ু বসি পদ্মাসনে
বাহ্যজ্ঞানবিরহিত স্বরূপ চিন্তনে,

দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ে হৃদে করিয়া ধারণ
পরমাত্মে আত্মহারা হইনি কখন,
কভু না হেরেছি মম হৃদয়-কন্দরে
পূর্ণব্রহ্মরূপ তব মন প্রাণ ভ'রে,
ক্ষমা কর আমার এ অপরাধ প্রভো!
শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১২॥

(১৩)

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং
যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ ন পুনর্দিবসাঃ
কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা
বিদ্যুচ্চলং জীবনং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ!
ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥

প্রতিদিন পরমায়ু হইতেছে ক্ষয়
দেখিতে দেখিতে কাটে যৌবন-সময়,
দিন গত হ'লে আর ফিরে নাহি আসে
জগদ্-ভক্ষক কাল ত্রিভুবন গ্রাসে,

তটিনীতরঙ্গতুল্য কমলা চপলা
মানবজীবন যেন বিজলীর খেলা,
রক্ষ হে শরণাগতে অনাথশরণ !
রক্ষ মোরে দীননাথ দিয়ে শ্রীচরণ ॥

(১৪)

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে ।
দন্তিত্বকৃস্বতিসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমমলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ ॥

শশাঙ্কশেখর যিনি মদননাশন
শিরে সুরধুনী যাঁর নেত্রে হুতাশন,
ভুজঙ্গভূষিত কণ্ঠ শ্রবণবিবর
সুন্দর মাতঙ্গচর্ম্ম যাঁহার অম্বর,
ত্রিলোকের সার যিনি মঙ্গল-নিধান
তাঁহাতে বিশুদ্ধ চিত্ত কর সমাধান,
নির্ব্বাণ লভিতে হৃদে বাঞ্ছা যদি থাকে,
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজি ধ্যান করহ তাঁহাকে ॥ ১৪ ॥

(১৫)

কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ
প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিম্

কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভি-
দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে
ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ
শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্॥

বিপুল বিভব নিয়ে কি করিবে বল
গজবাজিসহ রাজ্য পাইলে কি ফল?
স্ত্রী-পুত্র-বান্ধববর্গে কিবা প্রয়োজন
কি হ'বে সুন্দর দেহে গৃহ কি কারণ?
কিছুই নহেক স্থায়ী সকলি নশ্বর
দূর হ'তে ওরে মন ত্যজহ সত্বর,
যদি নিজ হিত চাও গুরুর আদেশে
পার্ব্বতীবল্লভে ভজ ভজরে মহেশে॥ ১৫॥

(১৬)

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে! শ্রীমহাদেব! শম্ভো!

হস্ত পদ চক্ষু কর্ণে বচনে মানসে
ক’রেছি যে অপরাধ কিংবা কর্ম্মবশে,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিয়াছি দোষ
সে সকল নিজগুণে ক্ষম আশুতোষ!
জয় জয় জয় দেব করুণাসাগর!
জয় জয় শিব শম্ভু জয় মহেশ্বর॥ ১৬॥

(১৭)

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং
হস্তে কপালং সিতং
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ
কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পয়সি
তচ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু
বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ॥

বিভূতিভূষিত অঙ্গ রজতবরণ
সুশুভ্র কপালধারী সহাস্য বদন,
শ্বেতবৃষস্থিত হস্তে খট্বাঙ্গ ধবল
শ্রবণযুগলে শুভ্র শোভিছে কুণ্ডল,

সুরশৈবলিনীসিক্ত শুভ্র জটাভার
শিরে শুভ্র শশিলেখা সব শুভ্র যাঁর,
করুন শঙ্কর সেই মঙ্গল-নিধান
কলুষ বিনাশি মোরে বিভব প্রদান ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্
সমাপ্তম্।

বেদসারশিবস্তবঃ।

(১)

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্ ॥

পশুপতি পাপনাশী পরম ঈশ্বর
করিচর্ম্ম-পরিধান পূজ্য পরাৎপর,
জঠাজূট মধ্যে যাঁর খেলে গঙ্গাবারি
স্মরি সেই মহাদেবে যিনি মদনারি ॥ ১ ॥

(২)

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।

বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥

মহেশ সুরেশ যিনি অসুরনাশন
বিভু বিশ্বনাথ অঙ্গে বিভূতি ভূষণ,
বিরূপাক্ষ ইন্দু রবি বহ্নি ত্রিনয়নে
পূজা করি সদানন্দ প্রভু পঞ্চাননে ॥ ২ ॥

(৩)

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং
গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্ ।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥

গিরীশ গণেশ নীলকণ্ঠ অপরূপ
গবেন্দ্রবাহন যিনি নির্গুণ স্বরূপ,
ভস্মে বিভূষিত অঙ্গ তেজোময় অতি
ভব পঞ্চাননে ভজি ভবানীর পতি ॥ ৩ ॥

(৪)

শিবাকান্ত ! শম্ভো ! শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে !
মহেশান ! শূলিন্ ! জটাজূটধারিন্ !
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ !
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো ! পূর্ণরূপ ! ॥

পার্ব্বতীবল্লভ শম্ভু শশাঙ্কশেখর
মহেশ ত্রিশূলধারী জটাজূটধর,
অদ্বিতীয় তুমি বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ
প্রসন্ন হওহে প্রভু ওহে পূর্ণরূপ ! ॥ ৪ ॥

(৫)

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্ ।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥

পরমাত্মা বিশ্ববীজ অনাদি অদ্বৈত
রূপগুণহীন যিনি প্রণববিদিত,
যাঁ'হ'তে হ'য়েছে সৃষ্ট অখিল ভুবন
করিছেন সদা যিনি জগত পালন,
যাঁহাতেই পুনঃ বিশ্ব মিশে পরিশেষে
পূজি সেই পরমেশে বিশ্বাত্ম-মহেশে ॥ ৫ ॥

(৬)

ন ভূমির্নচাপো ন বহ্নি র্ন বায়ু
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা ।
ন গ্রীষ্মো ন শীতো ন দেশো ন বেশো
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তি স্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে ॥

ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতাতীত
তন্দ্রা নিদ্রা নাহি যাঁর কিংবা গ্রীষ্ম শীত,
দেশ নাই বেশ নাই নাহিক মূরতি
ত্রিমূর্ত্তি-চরণে সদা করিহে প্রণতি ॥ ৬ ॥

(৭)

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্ ।
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥

স্বয়ম্ভূ শাশ্বত যিনি কারণ-কারণ
যাঁহা হ'তে পায় জ্যোতিঃ গ্রহতারাগণ,
অনাদি অনন্ত যিনি ত্রিগুণবর্জ্জিত
তুরীয় পরম ব্রহ্ম তমোগুণাতীত,
দ্বৈতহীন হন যিনি নিখিল-পাবন
সেই সদাশিব-পদে লইনু শরণ ॥ ৭ ॥

(৮)

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে !
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে !
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য !
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ! ॥

প্রণমি প্রণমি বিভু ওহে বিশ্বরূপ
প্রণমি প্রণমি চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ,
প্রণমি প্রণমি দেব তব রাঙ্গা পায়
যোগ-তপোজ্ঞানবলে যাহা জানা যায় ॥ ৮ ॥

(৯)

প্রভো শূলপাণে ! বিভো বিশ্বনাথ !
মহাদেব ! শম্ভো ! মহেশ ! ত্রিনেত্র !
শিবাকান্ত ! শান্ত ! স্মরারে ! পুরারে !
তদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥

ওহে প্রভু শূলপাণি বিভু বিশ্বেশ্বর,
ত্রিনয়ন শিব শম্ভু দেব মহেশ্বর,
উমাকান্ত মহাদেব মদনমথন
প্রশান্ত-মূরতি ওহে ত্রিপুরনাশন,
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ কেহ নাহি আছে অন্য
সকলের পূজ্য তুমি ত্রিজগতে মান্য ॥ ৯ ॥

(১০)

শম্ভো ! মহেশ ! করুণাময় ! শূলপাণে !
গৌরীপতে ! পশুপতে ! পশুপাশনাশিন্ !
কাশীপতে ! করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥

মহেশ করুণাময় শম্ভু শূলধারী
গৌরীনাথ পশুপতি পাপতাপহারী,
অদ্বিতীয় তুমি কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর
সৃজ পাল নাশ বিশ্ব তুমি কৃপাকর ॥ ১০ ॥

(১১)

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ! ভব ! স্মরারে !
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় ! বিশ্বনাথ !
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ !
লিঙ্গাত্মকে হর ! চরাচরবিশ্বরূপিন্ ॥

তোমাতে উদ্ভূত বিশ্ব তোমাতেই স্থিত,
তোমাতে পাইয়া লয় থাকে সমাহিত,
ভবদেব মদনারি মৃড় মহেশ্বর !
লিঙ্গরূপী বিশ্বনাথ ব্যাপ্ত চরাচর ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতঃ বেদসারশিবস্তবঃ সমাপ্তঃ ।

মুকুন্দমালা।

(১)

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপবেশম্।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপীঠং
বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥

পঙ্কজপলাশোপম আয়ত নয়ন
কুন্দ ইন্দু শঙ্খসম সুশুভ্র দশন,
দেবরাজ ইন্দ্র আদি দেবতা সকল
পূজা করে নিত্য যাঁর চরণযুগল,
গোপাল বালকবেশ বৃন্দাবন-ধাম
বসুদেবসুত কৃষ্ণ মুকুন্দে প্রণাম॥ ১॥

(২)

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ॥

রমাকান্ত বরপ্রদ করুণাসাগর
ভকতবৎসল বিভু ভবদুঃখহর,

অশেষ-শেষ-শয়ন জগত-আধার
মুকুন্দ ! তোমার পদে প্রার্থনা আমার,
পারি যেন তব নাম করিতে কীর্ত্তন
যত দিন দেহে মম রহিবে জীবন ॥ ২ ॥

(৩)

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥

জয় জয় জয় দেব দেবকীনন্দন
জয় কৃষ্ণ যদুকুল উজ্জ্বলকরণ,
জয় নবঘনশ্যাম ললিত সুন্দর
ভূভারহরণ জয় মুকুন্দ ঈশ্বর ॥ ৩ ॥

(৪)

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে
ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্ ।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ ॥

প্রণমিয়া নতশিরে মুকুন্দ মুরারি !
একান্তে তোমার পদে এই ভিক্ষা করি,

জনমে জনমে যেন তব কৃপাবলে
কভু নাহি ভুলি তব চরণকমলে ॥ ৪ ॥

(৫)

শ্রীগোবিন্দপদাম্ভোজমধুনো মহদদ্ভুতং
যৎ পায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদপায়িনঃ ॥

গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দরস
অতীব অদ্ভুত আহা ! অমৃত-সুরস,
পিয় যদি একবার ছাড়িতে নারিবে
পান নাহি ক'রেছে যে সেজন ছাড়িবে ॥ ৫ ॥

(৬)

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে ! নারকং নাপনেতুম্ ।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েহহং ভবন্তম্ ॥

পূজি না হে হরি তব চরণযুগল
এড়াইতে সুখ দুঃখ করমের ফল,
ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নরক হইতে
ডাকি না তোমায় নাথ ! উদ্ধার করিতে,
নাহি চাহি বিহরিতে নন্দন কাননে
সুললিতা মনোরমা রমণীর সনে,
জন্মজন্মান্তরে নাথ ! এই ভিক্ষা চাই
হৃদয়মন্দিরে তব দরশন পাই ॥ ৬ ॥

(৭)

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ ! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্ ।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

নাহিক যতন ধর্ম্মে কিংবা ধনার্জ্জনে
বিষয়সম্ভোগে সাধ নাহি হয় মনে,
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে হউক যা' হবে
ভগবন্ ! মোর প্রাণে সকলি সহিবে,
জন্মে জন্মে মাগি ভিক্ষা করিয়া মিনতি
থাকে যেন তব পদে অচলা ভকতি ॥ ৭ ॥

(৮)

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক ! প্রকামম্ ।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥

স্বরগেই হোক কিংবা ভূতলেই বাস
চিরকাল তরে হোক নরকে নিবাস,
ম'লেও ভুলিনা যেন নরকনিধন !
শরৎ-সরোজ জিনি তব শ্রীচরণ ॥ ৮ ॥

(৯)

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে
মুরভিদি মা বিরমেহ চিত্ত রন্তুম্।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে
হরিচরণস্মরণামৃতেন তুল্যম্।

সরসিজ-আঁখি যিনি শঙ্খচক্রধারী
অবিরাম ওরে মন ভজ সে মুরারি,
হরিপাদপদ্মচিন্তা অমৃত-উপম
নাহি জানি সুখকর কিছু তার সম॥ ৯॥

(১০)

মার্ভৈর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনাঃ
নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদকরণে দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ?॥

মূঢ় মন ভয় নাই কেন এত ভাব ?
অশেষ যম-যাতনা কি করিবে তব ?
পাপরিপু তার কিছু করিতে না পারে
শ্রীধর বিরাজে সদা যাহার অন্তরে ;
আলস্য ত্যজিয়া হৃদে করহ চিন্তন
ভকতিসুলভ সেই নারায়ণ ধন,

সক্ষম যে ত্রিলোকের বিপদ নাশিতে
নারিবে কি শুধু এই দাসেরে তারিতে ? ॥ ১০ ॥

(১১)

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাবৃতানাম্
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাং ॥

পড়িয়া ভবসাগরে যারা অবিরত
সুখদুঃখ দ্বন্দ্ববাতে হ'তেছে তাড়িত,
সংসারের গুরুভার যাদের গলায়
বিষম বিষয়-জলে হাবুডুবু খায়,
সেই সব অসহায় মানবে তারিতে
একমাত্র বিষ্ণুতরি সহায় জগতে ॥ ১১ ॥

(১২)

রজসি নিপতিতানাং মোহজালাবৃতানাং
জননমরণদোলাদুর্গসংসর্গকাণাম্ ।
শরণমশরণানামেক এবাতুরাণাং
কুশলপথনিযুক্তশ্চক্রপাণির্নরাণাম্ ॥

রজোগুণে নিপতিত মোহজালাবৃত
জনমমরণদোলা-দুর্গমে পতিত,

অশরণ আতুরের কেবল শরণ
চক্রধারী শুভকারী সেই নারায়ণ ॥ ১২ ॥

(১৩)

অপরাধসহস্রসঙ্কুলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥

শত শত অপরাধ করিয়াছি কত
ভীম ভবার্ণবোদরে র'য়েছি পতিত,
অগতি শরণাগত আমি নিরাশ্রয়
ওহে হরি! কৃপা করি দাও পদাশ্রয় ॥ ১৩ ॥

(১৪)

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো
মা মূর্খত্বং মা কুদেশেষু জন্ম।
মিথ্যাদৃষ্টির্মা চ মে স্যাৎ কদাচিৎ
জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ম্ ॥

এই ক'র নারীভাব যেন নাহি হয়
মনে যেন নাহি হয় কুভাব উদয়,
মূর্খ হ'য়ে বেঁচে যেন না হয় থাকিতে,
কুদেশে না হয় যেন জনম লইতে,
কখন নাহিক যেন নাস্তিকতা ধরে
বিষ্ণুভক্ত হই যেন জন্মজন্মান্তরে ॥ ১৪ ॥

(১৫)

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতিপ্রমাদাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥

শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বা বচন
স্বেচ্ছামত অনুকৃত যা' করি যখন,
সকল করম মোর সকল চিন্তন
পরমাত্মা নারায়ণে করি সমর্পণ ॥ ১৫ ॥

(১৬)

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎসর্ব্বং ন ময়া কৃতং ।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥

ক'রেছি করিব কিংবা যা' করি যখন
সকলি তোমার করা হে মধুসূদন !
তুমি করিয়াছ যাহা ফল ভূঞ্জ তার
কিছু নাহি জানি আমি সকলি তোমার ॥ ১৬ ॥

(১৭)

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্ ।
সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥

কেমনে তরিব ভবজলধি দুস্তর
এই ভেবে ওরে মন হ'ওনা কাতর,
কমলনয়ন দেব নরকনিধন
শ্রীকৃষ্ণে সতত হৃদে কর রে চিন্তন,
তাঁহাতে অচলা ভক্তি থাকিলে তোমার
অবশ্য তরিয়া যাবে ভবপারাবার ॥ ১৭ ॥

(১৮)

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতমোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে শমনসহজগ্রাহশঙ্কাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্ত্রিধামন্!
পাদাম্ভোজে বরদ! ভবতো ভক্তিভাবে প্রসীদ ॥

সংসারজলধি মাঝে বাসনার জলে
কামনাবাতাসে মোহতরঙ্গ উথলে,
দারাসুত আদি নানা আবর্ত্ত তাহায়
লোলুপ শমনগ্রাহ সতত বেড়ায়,
পড়িয়া আমরা ভীম ভবার্ণবোদরে
ত্রিবিক্রম! সকাতরে ডাকি হে তোমারে,
কোথা আছ দয়াময়! দীনে দেখা দাও
বরদ! ভকতজনে সুপ্রসন্ন হও ॥ ১৮ ॥

(১৯)

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুঃ স্ফুলিঙ্গো লঘু-
স্তেজো নিশ্বসনং মরুত্তনুতরং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টে যত্র স তারকো বিজয়তে শ্রীপাদধূলিকণঃ ॥

দরশন পেলে যাঁর শ্রীচরণ-রেণু
অনুমান হয় বিশ্ব রেণু-পরমাণু,
অসীম জলধি জলবিন্দু হ'য়ে যায়
অনলের তেজ তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গের প্রায়,
প্রচণ্ড পবন মনে হয় নিশ্বসন,
অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র সম দেখায় গগন,
রুদ্র পিতামহ আদি হন ক্ষুদ্রতম
ইন্দ্র আদি দেবগণ যেন কীটসম,
নিখিলতারণ যিনি অনাদি অক্ষয়
সেই নারায়ণ-পদপঙ্কজের জয় ॥ ১৯ ॥

(২০)

আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্রব্রতান্যন্বহং
মেদচ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বং হুতং ভস্মনি ।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহসংস্তুতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥

না পূজিলে যাঁর দু'টী চরণকমল
বেদাভ্যাস বনমাঝে রোদন কেবল,
কঠোর তপস্যা ব্রত বৃথা পরিশ্রম
পূর্ত্তবিধি সব বৃথা ভস্মে ঘৃত সম,
তীর্থস্নান গজ-জলকেলি সম হয়
সেই দেব নারায়ণ শ্রীহরির জয় ॥ ২০ ॥

(২১)

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম
নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিৎ
অহো! জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে ॥

আনন্দ গোবিন্দ রাম মুকুন্দ মুরারি,
নারায়ণ নিরাময় অনন্ত শ্রীহরি
বলিতে সমর্থ তবু কেহ নাহি বলে
তাই বুঝি আহা! কারো মোক্ষ নাহি মিলে ॥ ২১ ॥

(২২)

ক্ষীরসাগরতরঙ্গশীকরাসারতারকিতচারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে
নমঃ ॥

ক্ষীরোদ-তরঙ্গবারি-কণিকা-আসার
তাহাতে সুচারু মূর্ত্তি তারকিত যাঁর,
অনন্ত-শয্যায় যিনি করেন শয়ন
মুরারি মাধবে সেই করিনু বন্দন ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকুলেশ্বররাজ-বিরচিতা মুকুন্দমালা সমাপ্তা।

ভবান্যষ্টকম্।

(১)

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তি র্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

জনক জননী জায়া পুত্র পরিজন
দাস দাসী দাতা নাহি না আছে শরণ,
বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মোর ধর্ম্মে নাহি মতি
তুমি মা ভবানি ! মোর একমাত্র গতি ॥ ১ ॥

(২)

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।

কুসংসর্গরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

অপার সংসারসিন্ধু-মাঝারে পতিত
কাম-লোভ-মদে অন্ধ মহাদুঃখভীত,
প্রবদ্ধ কুসঙ্গপাশে কাতর পরাণী
একমাত্র গতি মোর তুমি মা ভবানি ! ॥ ২ ॥

(৩)

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্ ।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

দান ধ্যান মন্ত্র তন্ত্র স্তুতি আরাধন,
প্রাণায়াম ন্যাস আদি যোগ প্রকরণ,
কিছুই না জানি শুধু এই মাত্র জানি
একমাত্র গতি মোর তুমি ভবরাণি ! ॥ ৩ ॥

(৪)

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ম্বা কদাচিৎ ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

পুণ্যকর্ম্ম নাহি জানি আমি মা অজ্ঞান
তীর্থ ব্রত ভক্তি মুক্তি না জানি নির্ব্বাণ,
আর কিছু জানি না মা ! এই মাত্র জানি
একমাত্র গতি তুমি ওগো ভবরাণি ! ॥ ৪ ॥

(৫)

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

সতত কুকর্ম্মে রত কুদাস কুমতি,
কুকথাপ্রসঙ্গ-প্রিয় কুসঙ্গে বসতি,
বিবেক-বিহীন কুলধর্ম্ম নাহি মানি
একমাত্র গতি মোর তুমি মা ভবানি ! ॥ ৫ ॥

(৬)

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ !
ন জানামি চান্যং কদাহং শরণ্যে
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কিংবা দিবাকর
ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত আছেন অমর,

তোমা বিনা কভু অন্য কা'রেও না জানি
ভবে একমাত্র গতি তুমি ভবরাণি ! ॥ ৬ ॥

(৭)

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

বিবাদে বিষাদে কিংবা প্রমাদে প্রবাসে
পর্ব্বতে অনলে জলে রণে বনবাসে,
সতত শরণ্যে শিবে ! কর' মা রক্ষণ
ভবরাণি ! একমাত্র তুমিই শরণ ॥ ৭ ॥

(৮)

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

আমি অতি দীন হীন ক্ষীণ অশরণ
জরা-জরজর মুখে না সরে বচন,
বিপন্ন সর্ব্বদা নষ্ট সর্ব্বস্ব আমার
তোমাবিনা ভবরাণি ! গতি নাহি আর ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ভবান্যষ্টকং সমাপ্তম্।

দেবীস্তুতিঃ।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে গৃহীত)

(১)

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি ! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি ! চরাচরস্য ॥

জগত-জননি ! দেবি দুর্গতিহারিণি !
প্রসন্ন হওগো মাতঃ বিশ্বপ্রসবিনি !
চরাচর জগতের তুমি মা ! ঈশ্বরী
বিশ্বেশ্বরি ! বিশ্ব রক্ষা কর কৃপা করি। ১ ॥

(২)

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥

জগতের একমাত্র আধার-রূপিণী
তুমি মা ! ধরণীরূপে জগৎ-ধারিণী,

অপার মহিমা তব কে করে বর্ণন
বারিরূপে স্নিগ্ধ কর এ বিশ্বভুবন ॥ ২ ॥

(৩)

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ।
সম্মোহিতং দেবি ! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥
তুমি মা বৈষ্ণবী-শক্তি অনন্ত-শকতি
বিশ্ববীজ-স্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি,
তোমার মায়ায় মুগ্ধ নিখিল ভুবন
তুমি তুষ্ট হ'লে ঘুচে এ ভব বন্ধন ॥ ৩ ॥

(৪)

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥
হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা তোমার মূরতি
জগতে সকল নারী তব প্রতিকৃতি,
মাতৃরূপে তুমি একা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী
কি ব'লে তোমার স্তুতি করিব না জানি ॥ ৪ ॥

(৫)

সর্ব্বভূতা সদা দেবি স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী ।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥

তুমি দেবি ! সর্ব্বভূতে কর অধিষ্ঠান
ভক্তজনে স্বর্গমুক্তি কর মা ! প্রদান,
সাধন স্তবনে তুষ্টি হইলে তোমার
স্তুতি করিবার বাকি কি রহিল আর ॥ ৫ ॥

(৬)

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে ।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি ! নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

সর্ব্বজীব-হৃদে তুমি বুদ্ধি-স্বরূপিণী
সবাকার তুমি স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী ;
নমি দেবি নারায়ণি ! শ্রীপদে তোমার
প্রণমি প্রণমি মাগো ! নমি অনিবার ॥ ৬ ॥

(৭)

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি !
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

কলাকাষ্ঠা রূপে কাল করি পরিমাণ
তুমি গো মা ! পরিণাম করিছ প্রদান,

বিনাশিতে এই বিশ্ব শকতি তোমার
নারায়ণি ! তব পদে নমি অনিবার ॥ ৭ ॥

(৮)

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি ! নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

সর্ব্বশুভ-সুমঙ্গল-মঙ্গলকারিকে !
কল্যাণদায়িনি শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
সবার শরণ্যে মাগো গৌরি ত্রিনয়নি !
শ্রীপদককমলে তব নমি নারায়ণি ! ॥ ৮ ॥

(৯)

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

জগতের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ-কারিণী
মহাশক্তিস্বরূপিণী তুমি সনাতনী,
তুমি সর্ব্বগুণাশ্রয় ত্রিগুণরূপিণি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ৯ ॥

(১০)

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি ! নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

সতত শরণাগত কাঙ্গাল জনের
পরিত্রাণ কর মাগো আর্ত্ত মানবের,

তুমি দেবি ! দুঃখ-তাপ-দুর্গতিহারিণি
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১০ ॥

(১১)

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভক্ষরিকে দেবি ! নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

যুগ্ম-শ্বেতহংস-যুক্ত বিচিত্র বিমান
ক'রেছ ব্রহ্মাণীরূপে তুমি অধিষ্ঠান,
কুশাগ্রে শান্তির বারি সিঞ্চ মা জননি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১১ ॥

(১২)

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

মাহেশ্বরীরূপে তুমি ত্রিশূলধারিণী
শশাঙ্কভালিনী তুমি ভুজঙ্গমালিনী,
তুমি মা জননি ! মহাবৃষভবাহিনি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১২ ॥

(১৩)

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

ময়ূর কুক্কুট আদি বিহঙ্গ-বেষ্টিতা
কৌমারী রূপেতে তুমি আছ অধিষ্টিতা,

মহাশক্তিধরে মহাশক্তিস্বরূপিণি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১৩ ॥

(১৪)

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে !
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গধনু আদি আর
ধর মা ! পরমায়ুধ বিবিধ প্রকার,
প্রসন্ন হও মা তুমি বৈষ্ণবীরূপিণি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১৪ ॥

(১৫)

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে ।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

ধর মা বিশাল চক্র ভীষণ আকার
দংষ্ট্রা দিয়া বসুন্ধরা ক'রেছ উদ্ধার,
সর্ব্বশুভঙ্করী শিবে বরাহরূপিণি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১৫ ॥

(১৬)

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে ।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

দুর্জ্জয় দানবগণে করিতে নিধন
উগ্র নরসিংহ রূপ ক'রেছ ধারণ,

ত্রিলোক-তারিণী তুমি ওগো মা জননি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ! ॥ ১৬ ॥

(১৭)

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে ।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ।

ইন্দ্রাণি মা ! কিরীটিনী কুলিশধারিণী
দিব্য সমুজ্জ্বল দীপ্ত সহস্রনয়নী,
বৃত্রাসুর-বিনাশিনী তুমি মা জননি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ॥ ! ১৭ ॥

(১৮)

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে ।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

শিবদূতী রূপ তুমি করিয়া ধারণ
অসংখ্য দানবসৈন্য ক'রেছ নিধন,
করালরূপিণী তুমি ভীম নিনাদিনী
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ॥ ১৮ ॥

(১৯)

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে ।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

করালবদনা কালী ভীষণদশনা
সারি সারি নরশিরোমালাবিভূষণা,
চণ্ডমুণ্ড বিনাশিতে চামুণ্ডারূপিণী
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ॥ ১৯ ॥

(২০)

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

তুমি লক্ষ্মী মহাবিদ্যা লজ্জাস্বরূপিণী
শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা তুমি সত্যসনাতনী,
মহারাত্রি মহামায়া তুমি মা জননি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ॥ ২০ ॥

(২১)

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

মেধাস্বরূপিণী মাগো তুমি সরস্বতী
অনাদিরূপিণী শিবে পরমা বিভূতি,
ঈশাণী তামসী জ্যোতিঃ তুমি মা জননি !
প্রণমি চরণে তব ওমা নারায়ণি ॥ ২১ ॥

(২২)

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে ।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে ॥

সর্ব্বস্বরূপিণী দেবি! ঈশ্বরী সবার
তুমি সর্ব্বশক্তিমতী সর্ব্বদেবতার,
সর্ব্ব ভয় হ'তে ত্রাণ কর মা জননি!
প্রণমি চরণে তব দুর্গতিহারিণি! ॥ ২২ ॥

(২৩)

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে ॥

তব সৌম্য ত্রিনয়ন-ভূষিত বদন
সর্ব্বভূত হ'তে মাগো সদা সর্ব্বক্ষণ
মোদের করুক রক্ষা ওগো মা জননি!
প্রণমি চরণে তব ওমা কাত্যায়নি! ॥ ২৩ ॥

(২৪)

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতে র্ভদ্রকালি নমোঽস্তুতে ॥

ঝক্ ঝক্ জ্বলে তীব্র ঝলসে ভুবন
অসুরনাশন তব ত্রিশূল ভীষণ.
মোদের করুক রক্ষা ভয়ে বা বিপদে
ভদ্রকালি! নমি মাগো তব রাঙ্গা পদে ॥ ২৪ ॥

(২৫)

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব ॥

তীব্র ভীমনাদে পূরি এ বিশ্ব সংসার
দৈত্যতেজ নাশে মাগো যে ঘণ্টা তোমার
মোদের করুক তাহা রক্ষা অবিরত
সর্ব্বপাপ হ'তে তব সন্তানের মত ॥ ২৫ ॥

(২৬)

অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥

অসুরশোণিতমেদ-সিক্ত অবিরল
তব করে শোভে মা! যে খড়্গ সমুজ্জ্বল,
হোক তাহা আমাদের মঙ্গল-নিদান
চণ্ডিকে প্রণমি মোরা করি প্রণিধান ॥ ২৬ ॥

(২৭)

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ ।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতাঃ হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥

নাশ' মা হইলে তুষ্ট সর্ব্বরোগ ভয়
রুষ্ট হ'লে নাশ' সর্ব্ব অভীষ্ট বিষয়,
বিপদ না হয় তব আশ্রিত জনার
তোমার আশ্রিত হয় আশ্রয় সবার ॥ ২৭ ॥

(২৮)

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্ ।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥

বহুবিধ করি দেবি! মূরতি আপন
ধরি মা অম্বিকে! কত রূপ অগণন,
নাশিলে ধরমদ্বেষী মহাসুরগণে
কে তাহা করিতে পারে মা! তোমা বিহনে ॥ ২৮ ॥

(২৯)

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা ।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥

বিবেক-প্রদীপ সম সকল বিদ্যায়
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদবাক্যে প্রকাশে তোমায়,
তুমি মা! ঘুরাও সর্ব্বজীবে এ সংসারে
ফেলি মায়াগর্ত্তে অতি ঘোর অন্ধকারে ॥ ২৯ ॥

(৩০)

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগাঃ
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্‌॥

ভীষণ রাক্ষস কাল ভুজঙ্গ-কবলে
অরাতি দানবসৈন্য মাঝে দাবানলে,
মহাসিন্ধু মাঝে মাগো! থাকি সর্ব্বক্ষণ
এ বিশ্বের কর সর্ব্ব জীবের রক্ষণ॥ ৩০॥

(৩১)

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্‌।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়াঃ যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

বিশ্বেশ্বরী তুমি বিশ্ব কর মা! পালন
বিশ্বাত্মিকা তুমি বিশ্ব কর মা ধারণ,
বিশ্বেশ্বর-বন্দনীয়া তুমি মা! আমার
তব ভক্ত সারা বিশ্বে আশ্রয় সবার॥ ৩১॥

(৩২)

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।

পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥

দানবে নাশি মা! আজ করিলে যেমন
শত্রুভয় হ'তে নিত্য ক'র মা! রক্ষণ,
আশু শান্তি কর' মাগো! সর্ব্ব জগতের
পাপ তাপ উপসর্গ দৈববিপাকের ॥ ৩২ ॥

(৩৩)

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি!
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥

হও মা! প্রণত জনে প্রসন্না জননি!
তুমি দেবি! এ বিশ্বের দুঃখনিবারিণী,
ত্রিলোকবাসীর পূজ্য তুমি সবাকার
ইষ্ট বর দিয়া বাঞ্ছা পূরাও সবার ॥ ৩৩ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গতে দেবীমাহাত্ম্যে দেবীস্তুতিঃ।

দুর্গাস্তবরাজঃ।

(১)

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

প্রণমি করুণাময়ি! শরণদায়িনি!
ভুবনব্যাপিনি! শিবে বিশ্বস্বরূপিণি!
ত্রিভুবন পূজে তব শ্রীপদনলিনী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি!॥ ১॥

(২)

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে!
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে!॥

নিখিল জগৎ চিন্তে স্বরূপ তোমার
প্রণমি চরণে তব নমি অনিবার,
তুমি মা মহাযোগিনি! জ্ঞানস্বরূপিণী
প্রণমি তোমারে মাগো জগৎ-জননি!
সদানন্দ-হৃদে তুমি আনন্দরূপিণী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি! ॥ ২ ॥

(৩)

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুর্গে

দীন হীন তৃষাতুর অনাথজনের
ক্ষুধার্ত্ত শঙ্কিত বদ্ধ কাতর জীবের,
তুমি দেবি! একমাত্র নিস্তারকারিণী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি! ॥ ৩ ॥

(৪)

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-
হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু-
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

বনে রণে শত্রুমধ্যে রাজনিকেতনে
অনলে জলধিজলে প্রান্তরে বিজনে,
তুমি দেবি! একমাত্র গতি নিস্তারিণি!
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি! ॥ ৪ ॥

(৫)

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অপার দুস্তর ঘোর অতীব ভীষণ
বিপদ সাগরে জীব হতেছে মগন,
তুমি দেবি! একমাত্র নিস্তারকারিণী
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি! ॥ ৫ ॥

(৬)

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-
লসৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

বিস্তারি প্রচণ্ড লীলা চণ্ডিকে! তোমার,
নাশিলে ইন্দ্রের ভয় অশেষ প্রকার,

তুমি একমাত্র গতি বিপদনাশিনি !
নমি দুর্গে ! ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি ! ॥ ৬ ॥

(৭)

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা ।
ঈড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

তুমি মা ! অপরাজিতা ত্রিলোকপূজিতা
সুনৃতবাদিনী চণ্ডী অমেয়া অজিতা,
তুমি মা ! পিঙ্গলা ঈড়া সুষুম্নারূপিণী
নমি দুর্গে ! ত্রাণকর জগৎ-তারিণি ! ॥ ৭ ॥

(৮)

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে ।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

নমি দেবি দুর্গে শিবে ভীমনিনাদিনি !
সরস্বতি অরুন্ধতি অমোঘরূপিণি !

তুমি শচী সিদ্ধি সতী কাল-নিশীথিনী
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগৎ-তারিণি ॥ ৮ ॥

(৯)

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজধরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥

তুমি মা শরণ দেব-দৈত্য-মানবের
সিদ্ধ-বিদ্যাধর-মুনি-তপস্বিজনের,
নৃপগৃহগত কিংবা ব্যাধিপ্রপীড়িত
অথবা দস্যুর হস্তে যাহারা পতিত,
তুমি দেবি! সকলের দুর্গতিনাশিনী
দীন জনে সুপ্রসন্না হওগো জননি! ॥ ৯ ॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ
সমাপ্তঃ।

দেবগণকৃতং লক্ষ্মীস্তোত্রম্।

(১)

ক্ষমস্ব ভগবত্যম্বে ক্ষমাশীলে পরাৎপরে।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ কোপাদিপরিবর্জ্জিতে॥

ক্ষমা কর ভগবতি! ওমা ক্ষমাশীলে!
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণি! ওগো মা কমলে!
সারাৎসারা পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি
কোপাদিবর্জ্জিতা তুমি মূর্ত্তিমতী ধৃতি॥ ১॥

(২)

উপমে সর্ব্বসাধ্বীনাম্ দেবীনাং দেবপূজিতে।
ত্বয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মৃততুল্যঞ্চ নিষ্ফলম্॥

সতী সাধ্বী রমণীর তুমি মা! উপমা
দেবতাপূজিতা রমা সর্ব্বদেবীসমা,
তোমার বিহনে মাগো! সকলি অসার
মৃততুল্য মনে হয় এ বিশ্ব-সংসার॥ ২॥

(৩)

সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী।
রাসেশ্বর্য্যধিদেবী ত্বং ত্বৎকলাঃ সর্ব্বযোষিতঃ॥

স্থর নর সকলের সম্পদরূপিণী
জগৎ-সর্ব্বস্ব তুমি বিশ্ব-স্বরূপিণী ;
রাসে অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি রাসেশ্বরী
সকলেই তব অংশ যত আছে নারী॥ ৩॥

(৪)

কৈলাসে পার্ব্বতী ত্বঞ্চ ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যকা।
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মী ত্বং মর্ত্ত্যলক্ষ্মী চ ভূতলে॥

কৈলাসে পার্ব্বতী তুমি মহেশমোহিনী
ক্ষীরোদ সাগরে তুমি ক্ষীরোদনন্দিনী,
তুমি গো মা! স্বর্গলক্ষ্মী ত্রিদিবমণ্ডলে
মর্ত্তলক্ষ্মী রূপে তুমি বিরাজ ভূতলে॥ ৪॥

(৫)

বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মী দেবদেবী সরস্বতী।
গঙ্গা চ তুলসী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ॥

মহালক্ষ্মীরূপে কর বৈকুণ্ঠে বসতি
দেবদেবী মহাদেবী তুমি সরস্বতী,
তুমিই তুলসী গঙ্গা পতিতপাবনী
সাবিত্রী বিরিঞ্চিপুরে বেদের জননী॥ ৫॥

(৬)

কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী ত্বং গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্।
রাসে রাসেশ্বরী ত্বঞ্চ বৃন্দা বৃন্দাবনে বনে॥

কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী তুমি কৃষ্ণপ্রাণাধিকা
তুমিই আপনি পুনঃ গোলোকে রাধিকা,
রাসলীলা মাঝে মাগো! তুমি রাসেশ্বরী
বৃন্দাবন বনে তুমি বৃন্দা গোপনারী ॥ ৬ ॥

(৭)

কৃষ্ণপ্রিয়া ত্বং ভাণ্ডীরে চন্দ্রা চন্দনকাননে ।
বিরজা চম্পকবনে শতশৃঙ্গে চ সুন্দরী ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া তুমি গো মা! ভাণ্ডীরকাননে
চন্দ্রাদেবী নাম ধর' চন্দনের বনে,
বিরাজ চম্পক-বনে বিরজা ঈশ্বরী
শতশৃঙ্গ শৈলে তুমি শোভিছ সুন্দরী ॥ ৭ ॥

(৮)

পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতীবনে ।
কুন্দদন্তী কুন্দবনে সুশীলা কেতকীবনে ॥

বিকসিত পদ্মবনে তুমি পদ্মাবতী
মালতী-কুসুমকুঞ্জে তুমি মা! মালতী,
কুন্দদন্তী নাম ধর তুমি কুন্দবনে
তুমি গো সুশীলা সতী কেতকীকাননে ॥ ৮ ॥

(৯)

কদম্বমালা ত্বং দেবী কদম্বকাননেঽপি চ ।
রাজলক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মী গৃহে গৃহে ॥

তুমি মা ! কদম্বমালা কদম্বকাননে
বন-অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি বনে বনে,
রাজলক্ষ্মী তুমি গো মা ! নরপতিপুরে
সকলের গৃহলক্ষ্মী তুমি ঘরে ঘরে ॥ ৯ ॥

(১০)

ইত্যুক্ত্বা দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়ো মানবাস্তথা ।
রুরুদুর্নম্রবদনাঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ ॥

এইরূপে নানামতে করিয়া বন্দন
দেবতা মনুষ্য মুনি ঋষি তপোধন,
নতমুখে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল
কেঁদে কেঁদে কণ্ঠতালু ওষ্ঠ শুকাইল ॥ ১০ ॥

(১১)

ইতি লক্ষ্মীস্তবং পুণ্যং সর্ব্বদেবৈঃ কৃতং শুভং ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স বৈ সর্ব্বং লভেৎ ধ্রুবম্ ॥

দেবগণকৃত এই কমলার স্তুতি
সুপবিত্র সুমঙ্গল শুভকর অতি,
প্রভাতে উত্থানকালে যেজন পড়িবে
সকল সম্পদ সেই নিশ্চয় লভিবে ॥ ১১ ॥

ইতি দেবগণকৃতং লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

সরস্বতীস্তুতিঃ।

(১)

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপিতা ॥

শ্বেতশতদলোপরি যিনি বিরাজিতা
শ্বেতপুষ্পদামে সদা সুন্দর-সজ্জিতা
শ্বেতাম্বরপরিধানা নিত্যা সনাতনী
শ্বেতগন্ধানুলেপিতা শুভ্রা শ্বেতাঙ্গিনী ॥ ১ ॥

(২-৩)

শ্বেতাঙ্গী শুভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা ॥
বরদা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্ব্বন্দিতা সুরদানবৈঃ।
অর্চ্চিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা ॥

শুভ্রহস্তা যিনি শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা
শ্বেতবীণাধরা শ্বেতভূষণে ভূষিতা,
বরদাত্রী যিনি সিদ্ধগন্ধর্ব্ববন্দিতা
সুরাসুর মুনি-ঋষি সবার পূজিতা ॥ ২-৩ ॥

(৪)

স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে॥

সেই দেবী সরস্বতী যিনি জগদ্ধাত্রী
চৈতন্যরূপিণী সর্ব্ববিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী.
ত্রিসন্ধ্যা এ স্তোত্রে তাঁরে যে করে স্মরণ
সকল প্রকার বিদ্যা লভে সেই জন॥ ৪॥

ইতি পদ্মপুরাণে সরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শীতলাস্তোত্রম্।

(১)

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥

রাসভে আসীনা দেবী দিগম্বরী যিনি
কলসী যাঁহার কক্ষে করে সম্মার্জ্জনী,
শিরোপরে শোভে যাঁর সূর্প সুশোভন
করি সে শীতলা মার চরণ বন্দন॥ ১॥

(২)

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং সর্ব্বরোগভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥

যাঁহার শরণ নিলে বিস্ফোটক ভয়
জীবের হৃদয় হ'তে বিদূরিত হয়,
সকল প্রকার রোগ করে পলায়ন
করি সে শীতলা মার চরণ বন্দন ॥ ২ ॥

(৩)

শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥

ব্রণদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে জন
শীতলে ! শীতলে ! ব'লে করয়ে ক্রন্দন,
শীঘ্র তার তীব্র জ্বালা প্রশমিত হয়
গৃহে তার বিস্ফোটক ভয় নাহি রয় ॥ ৩ ॥

(৪)

শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধযুতস্য চ ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহু জীবনৌষধম্ ॥

জ্বরের জ্বালায় দেহ জর জর যার
ব্রণ পচি পূতিগন্ধ হ'য়েছে যাহার,
অথবা যাহার নষ্ট হ'য়েছে নয়ন
শীতলে ! ঔষধ তুমি তার সঞ্জীবন ॥ ৪ ॥

(৫)

শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্ ।
বিস্ফোটকবিজীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥

নরদেহে যত রোগ অশেষ প্রকার
শীতলে তুমি মা! কর সকলি সংহার,
ব্রণ-বিস্ফোটকজীর্ণ জনের জননী
তুমি গো মা! একমাত্র অমৃতবর্ষিণী ॥ ৫ ॥

(৬)

গলগণ্ডগ্রহরোগা যে চান্যে দারুণাঃ নৃণাং ।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥

গলগণ্ড আদি গ্রহরোগ দুর্নিবার
মানব শরীরে আছে যতেক প্রকার,
তোমার স্মরণমাত্র ওগো মা শীতলে!
সমস্ত বিনষ্ট হ'য়ে যায় সমকালে ॥ ৬ ॥

(৭)

ন মন্ত্রং নৌষধং তস্য পাপরোগস্য বিদ্যতে ।
ত্বামেকাং শীতলে ত্রাত্রীং নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥

দুঃসাধ্য সে পাপরোগ বিনাশ করিতে
মন্ত্র বা ঔষধ কিছু নাহি পৃথিবীতে,
শীতলে মা! একমাত্র তুমি গো তারিণী
আমি আর অন্য কোন দেবতা না জানি ॥ ৭ ॥

(৮)

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাং ।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি! তস্য মৃত্যু র্ন জায়তে ॥

মৃণাল-তন্তুর তুল্য শুভ্র সূক্ষ্ম অতি
নাভি হৃদয়ের মধ্যে তব অবস্থিতি,
হে দেবি! তোমারে ধ্যান করে যেই জন
তাহারে না যেতে হয় শমন-ভবন ॥ ৮ ॥

(৯)

অষ্টকং শীতলাদেব্যাঃ যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥

শীতলাদেবীর এই অষ্টক বন্দন
সতত ভকতিভাবে পড়ে যেই জন,
ব্রণ বিস্ফোটক আদি ব্যাধি ভয়ঙ্কর
কখন না হয় তার গৃহের ভিতর ॥ ৯ ॥

(১০)

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৈঃ ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত যাহাদের মন
তারাই করিবে ইহা পঠন শ্রবণ,
বহু ব্যাধি উপসর্গ বিনাশ করিতে
মহাস্বস্ত্যয়ন এই স্তব পৃথিবীতে ॥ ১০ ॥

(১১)

শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা।
শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমোনমঃ ॥

তুমি মা শীতলে ! সর্ব্বজগৎ-জননী
সকল জীবের তুমি পিতৃস্বরূপিণী,
এ বিশ্বজগৎ-ধাত্রী তুমি মা শীতলে !
প্রণমি জননি ! তব শ্রীপদকমলে ॥ ১১ ॥

(১২)

শীতলাষ্টকমেবেদং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ।
দাতব্যঞ্চ সদা তস্মৈ শ্রদ্ধাভক্তিযুতায় বৈ ॥

শীতলা-অষ্টক অতি গোপনে রাখিবে
যাকে তাকে এই স্তোত্র নাহি বিলাইবে,
শ্রদ্ধাভক্তি-পরিপূর্ণ যার মন প্রাণ
তাহাকেই শুধু ইহা করিবে প্রদান ॥ ১২ ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে শীতলাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

ষষ্ঠীস্তোত্রম্ ।

(১)

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধৈ শান্ত্যৈ নমোনমঃ ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

নমি দেবি ! সিদ্ধি ! শান্তি ! চরণে তোমার
নমি মহাদেবী-পদে নমি অনিবার,

শুভঙ্করী যিনি দেবসেনা যাঁর নাম
সেই ষষ্ঠীদেবীপদে করিনু প্রণাম ॥ ১ ॥

(২)

বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমোনমঃ ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

বরদা সুখদা ধনপুত্র-প্রদায়িনী
পূরান মনের বাঞ্ছা সকলের যিনি,
মোক্ষদাত্রী সেই ষষ্ঠীদেবীর চরণে
পুনঃ পুনঃ প্রণমিনু ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ২ ॥

(৩)

শক্তিষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমোনমঃ ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

আত্মাশক্তি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপিণী
জননী সিদ্ধযোগিনী যোগমায়া যিনি,
সিদ্ধবিদ্যা সেই ষষ্ঠীদেবীর চরণে
প্রণমিনু পুনঃ পুনঃ ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৩ ॥

(৪)

সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ ।
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

সারাৎসারা পরাৎপরা সর্ব্ববিধায়িনী
শুভ-অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিশুদের যিনি,

নমি সে সারদা ষষ্ঠীদেবীর চরণে
প্রণমি অসংখ্যবার ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৪ ॥

(৫)

কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাং ।
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

কল্যাণী কল্যাণদাত্রী জগৎ-জীবের
কর্ম্মফল-প্রদায়িনী সর্ব্বমানবের,
ভক্তজনে দেন যিনি প্রত্যক্ষ দর্শন
সেই ষষ্ঠীদেবী-পদে নমি অগণন ॥ ৫ ॥

(৬)

পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু ।
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

কার্ত্তিকেয়-পত্নী দেবরক্ষণকারিণী
সবার সকল কর্ম্মে পূজনীয়া যিনি,
সেই ষষ্ঠীদেবী-পদে করি নমস্কার
ভক্তিপূর্ণ মনে আমি নমি অনিবার ॥ ৬ ॥

(৭)

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা ।
হিংসাক্রোধবর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপিণী জগৎ-পূজিতা
ষষ্ঠীদেবী যিনি হিংসাক্রোধবিবর্জ্জিতা,

চরণ-যুগলে তাঁর নমি অনিবার
ভক্তিপূর্ণ মনে পুনঃ করি নমস্কার ॥ ৭ ॥

(৮)

ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে ।
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥

সুপূজিতে তুমি গো মা ! এ তিন ভুবনে
ষষ্ঠীদেবি ! প্রণমিয়া তোমার চরণে,
যাচি ধর্ম্ম যশো বিদ্যা বিজয় কল্যাণ
দয়া করি দীনহীনে কর বরদান ॥ ৮ ॥

(৯)

ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং পুণ্যং যঃ শৃণোতি চ ভক্তিতঃ ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্ ॥

সুপবিত্র এই ষষ্ঠীদেবীর বন্দন
আন্তরিক ভক্তিভরে যে করে শ্রবণ,
অপুত্র সুচিরজীবী সুশীল তনয়
নিশ্চয় লভিবে শীঘ্র নাহিক সংশয় ॥ ৯ ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীকৃষ্ণবন্দনম্।

(১)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-নন্দহৃদয়নন্দনং।
গোপীজনজীবনধন-বৃন্দাবিপিনচারিণম্ ॥
ভানুকোটীবিম্বিততনুমিন্দুকোটীনির্ম্মলং।
কোটীমদনদর্পদহনবদনকান্তিমুজ্জ্বলম্ ॥

বন্দি সেই কৃষ্ণচন্দ্রে নন্দের নন্দন
বৃন্দাবনচারী যিনি গোপীপ্রাণধন,
দেহ যাঁর কোটীরবি-জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল
কোটী পূর্ণশশী সম স্নিগ্ধ নিরমল,
অমল উজল কান্তি যাঁর বদনেব
দরশনে দহে দর্প কোটী মদনের ॥ ১ ॥

(২)

ইন্দীবরনিন্দিতরুচি-শ্যামলমতিশোভনং।
বিশ্বভুবনপ্রাণরমণনয়নজ্যোতির্মোহনম্ ॥
কুন্তলশোভিগণ্ডযুগলমরুণাধরপল্লবং।
মধুরমূরলীধ্বনিবিমোহিতযোগিজনপ্রাণবল্লভম্ ॥

শ্যামল সুন্দর যাঁর তনু অনুপম
নিন্দে নীল ইন্দীবর-রুচি মনোরম,

আঁখিজ্যোতিঃ যাঁর অতি মধুর মোহন
নিখিলভুবন-মনপরাণরমণ,
কপোল-যুগল যাঁর কুন্তল-শোভিত
অধর-পল্লব চারু অরুণ-রঞ্জিত,
মধুর মুরলিধ্বনি-মোহিত যোগীর
পরাণ-বল্লভ যিনি ঋষি তপস্বীর ॥ ২ ॥

(৩)

শিরসি শিখিপুচ্ছচন্দ্রমণ্ডিতচারুচূড়কং ।
উরসি বনকুসুমমালাধারিণং মনোহারিণম্ ॥
কটিতটধৃতপীতবসনচুম্বিতপাদপঙ্কজং ॥
শিবপুরন্দরবিরিঞ্চিবাঞ্ছিতচরণনূপুরনিক্কণম্ ॥

শিরে শিখিপুচ্ছচন্দ্র-মণ্ডিত সুন্দর
যাঁহার চূড়ার শোভা অতি মনোহর,
বক্ষে বনমালা যিনি করিয়া ধারণ
জগৎ-জনের মন করেন হরণ,
কটিতটধৃত পীত বসন-অঞ্চল
চুম্বিত যাঁহার পদপঙ্কজ-যুগল,
মহেশ বিরিঞ্চি ইন্দ্র করেন যাঁহার
শুনিতে সতত বাঞ্ছা নূপুর-ঝঙ্কার ॥ ৩ ॥

(৪)

বন্দে শ্রীযমুনাপুলিনকুঞ্জবনবিহারিণং।
কালীয়নাগদমনং শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণম্॥
শ্রীরাসমণ্ডলমধ্যগং শ্রীরাধিকাসমন্বিতং।
বন্দে যুগলকিশোরচরণদ্বন্দ্বং সুসমাহিতম্॥

যমুনাপুলিন-কুঞ্জবিপিন-বিহারী
কালীয়দমনে বন্দি গোবর্দ্ধনধারী,
শ্রীরাসমণ্ডল মাঝে শ্রীরাধিকা সনে
শ্রীরাধারমণে বন্দি সমাহিত মনে,
কিশোর কিশোরী রূপ করি দরশন
আনন্দে যুগল-পদ করিনু বন্দন॥ ৪॥

ইতি শ্রীগোবিনলালবিরচিতং শ্রীকৃষ্ণবন্দনম্।

প্রাণেশ্বরপঞ্চকম্।

(১)

নবীননীরদমোহনশ্যামঃ
নিখিলভুবনপ্রাণাভিরামঃ।
ললিতমাধুর্য্যমোহিতকামঃ
মম প্রিয়ঃ প্রাণেশ্বরঃ॥

নবীন-নীরদ-শ্যাম বরণ মোহন
যাঁহারে হেরিলে ভুলে নিখিল ভুবন,
ললিত মাধুর্য্যে মুগ্ধ মদন যাঁহার
প্রিয়তম প্রাণেশ্বর সেই ত আমার ॥ ১ ॥

(২)

সুমধুরস্মিতবিকাশিবদনঃ
মৃগমদাগুরুভালবিলেপনঃ ।
মালতীকুসুমমালাবিভূষণঃ
নবকিশোরঃ সুন্দরঃ ॥

সুমধুর-মৃদুমন্দ-হসিত বদন
অগুরু কস্তুরী যাঁর ভালে বিলেপন,
মালতীকুসুমমালা গলে শোভে যাঁর
সেই ত সুন্দর নবকিশোর আমার ॥ ২ ॥

(৩)

অরুণকরুণনয়নযুগলঃ
বিলোলকুন্তলরুচিরকপোলঃ ।
ত্রিভঙ্গবঙ্কিমরূপসমুজ্জ্বলঃ
গোপীপ্রাণমনোহরঃ ॥

অরুণ-করুণ যাঁর নয়ন-যুগল
কপোলে শোভিছে চারু বিলোল কুন্তল,

ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম রূপ সমুজ্জ্বল যাঁর
গোপী-প্রাণমনচোরা সেই ত আমার ॥ ৩ ॥

(৪)

আজানুলম্বিতপীতবসনঃ
মুরলীনাদমোহিতভুবনঃ
প্রাণমনোহরনূপুরনিক্বণঃ
যোগিনাং জীবিতেশ্বরঃ ॥

আজানুলম্বিত পীত-বরণ বসন
যাঁহার মুরলীনাদে মোহিত ভুবন,
নূপুর নিক্বণে প্রাণমুগ্ধ সবাকার
যোগিজন-প্রাণনাথ সেই ত আমার ॥ ৪ ॥

(৫)

মনো মে বিষয়মখিলং ন্যস্য
রাজীবচরণযুগলং তস্য।
হৃদয়মন্দিরে সততং পশ্য
যাচেঽহং কাতরান্তরঃ ॥

বিষয়-প্রপঞ্চ সব করিয়া বর্জ্জন
দিবানিশি তাঁর দু'টী রাজীব-চরণ,
হৃদয়মন্দির-মাঝে হের অনিবার
কাতর প্রার্থনা এই মন রে আমার ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলালবিরচিতং প্রাণেশ্বরপঞ্চকম্।

বিশ্বরূপস্তোত্রম্ ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত)

(১)

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥

হৃষীকেশ ! তব লীলামহিমকীর্ত্তনে
সমগ্র জগৎ হর্ষে সমুৎফুল্ল মনে,
প্রেমে যে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়
অথবা হইয়া ভীত রাক্ষস নিচয়
দ্রুতপদে দশদিকে করে পলায়ন,
প্রণমে চরণে তব যত সিদ্ধগণ,
সকলি সঙ্গত কিছু বিচিত্র ত নয়
বিশ্বরূপ হেরি তব বুঝেছি নিশ্চয় ॥ ১ ॥

(২)

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥

কেন বা না প্রণমিবে ওহে মহাত্মন্!
তোমার চরণে তারা সঁপি প্রাণ মন,
তুমি যে ব্রহ্মার' গুরু হ'তে গরীয়ান্
জগতের আদি কর্ত্তা কারণ মহান্,
নিয়ন্তা ঈশ্বর সর্ব্ব দেবতাগণের
অনন্ত! আশ্রয় তুমি নিখিল বিশ্বের,
যা' আছে যা' নাই তুমি তাহার' অতীত
অক্ষর পরম ব্রহ্ম বেদান্তে কথিত॥ ২॥

(৩)

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

তুমি আদি দেব সৃষ্টিকর্ত্তা সকলের
দেহপুরে বাস কর সমস্ত ভূতের,
অনাদি অনন্ত কাল নিত্য বিদ্যমান
তুমি দেব চিরন্তন পুরুষ পুরাণ,
পরম নিধান তুমি, প্রলয়ের পরে
এবিশ্ব নিহিত থাকে তোমারি ভিতরে,
তুমি জ্ঞাতা অধিষ্ঠাতা জীব চৈতন্যের
তুমিই আবার জ্ঞেয় বস্তু সকলের,

তুমি হে পরম ধাম দিব্যজ্যোতির্ম্ময়
তোমাতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
হে অনন্তরূপ! তুমি কত রূপ ধ'রে
সতত র'য়েছ ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে ॥ ৩ ॥

(৪)

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে ॥

তুমি বায়ু তুমি যম তুমি হুতাশন
বরুণ শশাঙ্ক তুমি প্রজাপতিগণ,
পিতামহ ব্রহ্মা যিনি পিতা তুমি তাঁর
প্রণমি সহস্রবার চরণে তোমার,
পুনঃ পুনঃ তব পদে করিহে প্রণাম
তবু প্রাণ নাহি ভরে নমি অবিরাম ॥ ৪ ॥

(৫)

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥

সম্মুখে তোমারে আমি করি নমস্কার
পৃষ্ঠদেশে নমস্কার করি হে আবার,
সর্ব্বদিকে আছ তুমি সর্ব্বতঃ প্রকারে
সর্ব্বত্র হে সর্ব্ব! আমি প্রেনমি তোমারে,
অনন্ত-শকতি তুমি অমিত-বিক্রম
সারাবিশ্ব আছ ব্যাপি স্থাবর জঙ্গম,
তাই ত তোমারে 'সর্ব্ব' বলে সর্ব্বজনে
প্রণাম করিহে আমি তোমার চরণে ॥ ৫ ॥

(৬)

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

এত যে মহিমা তব আগে না জানিয়া
সখা ভাবি তোমারে যে আবেগে ভরিয়া,
হে "কৃষ্ণ" "যাদব" "সখা" যা' ইচ্ছা যখন
ব'লেছি প্রেমে বা ভ্রমে হইয়া মগন ॥ ৬ ॥

(৭)

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥

হে অচ্যুত! পরিহাসচ্ছলে তোমা সনে
বিচরণে শয়নে বা আসনে ভোজনে,
পরোক্ষে বা সর্ব্বজন সমক্ষে তোমারে
অবজ্ঞা ক'রেছি কত অন্যায় ব্যভারে,
সে সমস্ত অপরাধ স্মরিয়া শিহরি
অপ্রমেয়! তব পদে ক্ষমা ভিক্ষা করি।। ৭।।

(৮)

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌।
নত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥

পিতা তুমি চরাচর নিখিল বিশ্বের
তুমি পূজ্য পরমেষ্ট গুরু সকলের,
গুরু হইতেও পূজ্য তুমি গরীয়ান
কেহ আর নাহি আছে তোমার সমান,
তোমার অধিক বল কেবা হ'তে পারে
অতুল-প্রভাব তুমি এ তিন সংসারে।। ৮ ।।

(৯)

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমাশমীড্যম্‌।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্‌ ॥

তাই ত সর্ব্বাঙ্গ মোর ভূমে লুটাইয়া
চরণে তোমার আমি প্রণাম করিয়া,
তোমার প্রসাদ ভিক্ষা করি হে ঈশ্বর!
পরম আরাধ্য দেব! পূজ্য পরাৎপর,
পতা যথা অপরাধ ক্ষমেন পুত্রের
সুহৃৎ না ধরে দোষ যথা সুহৃদের,
প্রেয়সীর দোষ যথা সহে তার পতি
সব দোষ অপরাধ তুমিও তেমতি,
করুণা করিয়া ক্ষমা করিও আমার
প্রপন্নের প্রতি দয়া উচিত তোমার॥ ৯ ॥

(১০)

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

যেরূপ তোমার পূর্ব্বে দেখিনি কখন
হেরি সেই বিশ্বরূপ বিশ্ববিমোহন,
আনন্দে হ'য়েছে সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত
অথচ ভয়েতে মন হ'তেছে ব্যথিত,
অতএব হে দেবেশ! এরূপ তোমার
লুকায়ে দেখাও মোরে সেরূপ আবার,
হে জগন্নিবাস দেব! রাখ এ মিনতি
সুপ্রসন্ন হও এই অধমের প্রতি॥ ১০ ॥

(১১)

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

করে গদা চক্র শিরে কিরীট ভূষণ
হেরিতে তোমার সেই মূরতি মোহন,
ওহে বিশ্বমূর্ত্তি! বাঞ্ছা হ'তেছে আমার
হে সহস্রবাহু! ধর সেরূপ আবার,
এ বিরাট বিশ্বরূপ করি সংবরণ
সেই চতুর্ভুজরূপে দাও দরশন॥ ১১॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং অর্জ্জুনকৃতং বিশ্বরূপস্তোত্রম্।

